ধন-সম্পদ

প্রয়োজনীয়তা ও অপব্যবহারের পরিণতি

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ধন-সম্পদ

প্রয়োজনীয়তা ও
অপব্যবহারের পরিণতি

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

ধন-সম্পদ

প্রয়োজনীয়তা ও অপব্যবহারের পরিণতি

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১১০

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবা : ০১৭৭০-৮০০৯০০

المال : حاجته وعاقبة سوء معاملته

تأليف: الدكتور/محمد سخاوت حسين

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ

জুমাদাল আখেরাহ ১৪৪১ হি./মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/ ফেব্রুয়ারী ২০২০ খৃ.

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র

DHON-SHOMPAT: PROYJONIOTA O OPOBBEBOHERER PORINOTI by Dr. Muhammad Sakhawat Hossain, Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র

Contents

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله وحده والصلاة والســلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

ধন-সম্পদ মানবজীবনের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে যে সকল নে'মতরাজি দিয়ে সুশোভিত করেছেন, তার মধ্যে ধন-সম্পদ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সকল নে'মতরাজির মত ধন-সম্পদও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। মানুষ চাইলে এর সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমে যেমন দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হ'তে পারে, আবার এর অপব্যবহার করে উভয় জাহানে মহাবিপদ ডেকে আনতে পারে। এজন্য পবিত্র কুরআনে মাল-সম্পদকে যেমন দুনিয়াবী জীবনের সৌন্দর্য বলা হয়েছে *(কাহাফ ৪৬)*, তেমনি আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখকারী ফিৎনা হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে *(আল-মুনাফিকূন ৯; আত-তাগাবুন ১৫)*। ক্বিয়ামতের দিন সমগ্র মানবজাতিকে যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আবশ্যিকভাবে দিতে হবে, তা হ'ল কোন পথে সে তার সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কিভাবে তা ব্যয় করেছে *(তিরমিযী হা/২৪১৬)*। শুধু তা-ই নয়, যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, ঐ দেহ জান্নাতেই প্রবেশ করবে না *(মিশকাত হা/২৭৮৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯)*। সুতরাং আল্লাহ্র দেয়া এই নে'মতকে কিভাবে হালাল পথে উপার্জন করা যায়, কিভাবে এর অপব্যবহার থেকে বিরত থাকা যায় এবং সর্বোপরি কিভাবে সম্পদ উপার্জনে হারাম ও সীমালংঘনের পথ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, সে সম্পর্কে আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা অতীব যরূরী।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ধন-সম্পদ উপার্জনের নীতি ও তার সঠিক ব্যবহার এবং সেই সাথে অবৈধ উপার্জন ও সীমালংঘন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ও গবেষণামূলক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। আমরা মাননীয় গ্রন্থকারসহ হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগ এবং বইটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন!

সচিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিযিকদাতা। তিনি আমাদেরকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। পাশাপাশি তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন দুনিয়াতে কে উত্তম কর্ম সম্পাদন করে তা পরীক্ষা করার জন্য *(মূলক ৬৭/২)*। দুনিয়াটা তাই মানুষের জন্য পরীক্ষাগার। তিনি ধন ও জন দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন। দুনিয়ার এই পরীক্ষায় যিনি উত্তীর্ণ হবেন আখেরাতে তিনিই সফলতা লাভ করবেন। আর যিনি অনুত্তীর্ণ হবেন তিনি ব্যর্থকাম হবেন। দুনিয়াতে বেঁচে থাকার জন্য যেমন অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন আছে তেমনি তা উপার্জনে ও ব্যয়-বণ্টনে অপব্যবহার বা সীমালংঘনের পরিণতিও ভয়াবহ। বক্ষ্যমাণ বইতে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

বইটিকে ৩টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। **১ম অধ্যায়ে** সম্পদ উপার্জনের শারঈ বিধান, সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়-বণ্টনে অপব্যবহার বা সীমালংঘনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে সম্পদের আধিক্য সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর আশঙ্কা ও জাহান্নামী ধনী ব্যক্তির দুনিয়াবী বিলাসী জীবন বিস্মৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত পেশ করে অবৈধ ভাবে সম্পদ উপার্জন থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। **২য় অধ্যায়ে** দারিদ্র্যের কারণে সামাজিকভাবে যারা অসহায়, অবহেলিত, মর্যাদাহীন, আল্লাহ্র নিকটে তাদের সম্মানজনক অবস্থান এবং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবী জীবনের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ইতিহাস তুলে ধরে গরীব ও দুর্বলদের প্রতি অবজ্ঞা না করার নছীহত করা হয়েছে। **৩য় অধ্যায়ে** সমাজের অপর অসহায় শ্রেণী ইয়াতীম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পিতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন এই অসহায়দের প্রতিপালনের গুরুত্ব ও ফযীলত বিধৃত হয়েছে এই অধ্যায়ে। আলোচিত হয়েছে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতকারীর পরিণতি। সবশেষে মুমিনদের করণীয় প্রসঙ্গে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে নাতিদীর্ঘ পরিসরে।

দুনিয়ার মোহ পরিত্যাগ করে জান্নাতের রাজপথে দ্রুতপদে অগ্রসরমাণ মুমিনের জন্য বইটি সহযোগীর ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাঠকদের হৃদয়তন্ত্রীতে আখেরাতের অনুভূতি জাগ্রত হৌক এটিই আমাদের কাম্য। যাবতীয় হারাম বর্জন করে হালাল উপার্জনে ব্রতী হওয়াই আমাদের প্রত্যাশা। বইটি প্রকাশে সহযোগী সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও দো'আ রইল। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আখেরাতে নাজাতের অসীলা হিসাবে কবুল করুন-আমীন!!

-লেখক

১ম অধ্যায়

ধন-সম্পদ

মানব জীবনে সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সম্পদ বিনে ছোট্ট একটি পরিবার পরিচালনাও দুঃসাধ্য। সেকারণ প্রত্যেক বনু আদমকেই প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়-রোযগারের পথ অবলম্বন করতে হয়। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– 'যখন ছালাত শেষ হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান কর, আর অধিক পরিমাণে আল্লাহ্কে স্মরণ কর, যেন তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(জুম'আ ৬২/১০)*। সুতরাং মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে ধন-সম্পদ। এর প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে, তেমনি এর উপার্জন ও ব্যয়-বণ্টনে অপব্যবহার বা সীমালংঘনের পরিণতিও ভয়াবহ।

ধন-সম্পদ ফিৎনা :

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফিৎনা হচ্ছে ধন-সম্পদ। সম্পদের কারণেই মানুষ মানুষকে খুন করছে। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া, ভাই-ভাইয়ে মারামারি, প্রতিবেশীর সাথে দ্বন্দ্ব, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন ইত্যাদি নানাবিধ ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে সম্পদ। সম্পদের মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে। আবার এর অপব্যবহারের ফলে সে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। সম্পদ তাই বাস্তবিকই এক মহা ফিৎনা। এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই মহান আল্লাহ বলেন, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ– 'জেনে রেখ! নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তানরা হচ্ছে ফিৎনা বা পরীক্ষা। আর আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে মহা পুরস্কার' *(আনফাল ৮/২৮)*।

কা'ব বিন 'ইয়ায (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ- 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিৎনা রয়েছে। আর আমার

উম্মতের ফিৎনা হচ্ছে সম্পদ'।[১] তবে আল্লাহভীরু ব্যক্তির জন্য তা কখনো ফিৎনা নয়। কেননা সে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী ধন-সম্পদ উপার্জন ও বিলি-বণ্টন করে। দুনিয়ার জন্য দুনিয়া নয়, বরং আখেরাতের জন্য সে দুনিয়া অর্জন করে। আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى- وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى- فَسَنُيَسِّـــرُهُ لِلْيُسْـــرَى- 'অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দিব' *(লায়ল ৯২/৪-৭)*। অর্থাৎ জান্নাতের জন্য সহজ করে দিব।

প্রাচুর্যের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর আশঙ্কা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের দরিদ্র হওয়াকে ভয় করতেন না বরং ধনী হওয়াকেই বেশী ভয় করতেন। কেননা ধনীরা সাধারণত প্রাচুর্যের মোহে দ্বীন-ধর্ম ভুলে যায়। দুনিয়ার প্রতি তারা এতটাই আসক্ত হয়ে পড়ে যে, মহান আল্লাহ্র নে'মতকেই অস্বীকার করে বসে। যেমনটি বিগত যুগে সম্পদগর্বী কারূণের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। যাকে আল্লাহ এত অধিক পরিমাণে ধনভাণ্ডারের মালিক করেছিলেন, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল *(ক্বাছাছ ২৮/৭৬)*। যখন তার কওম তাকে আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এর বিনিময়ে আখেরাতের গৃহ সন্ধান করার, অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করার এবং সীমালংঘন না করার উপদেশ দিলেন, তখন গর্বভরে কারূণ বলেছিল, إِنَّمَا أُوْتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِيْ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ- 'এই সম্পদ আমি আমার নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা তার চাইতেও শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ধন-সম্পদে ছিল অধিক প্রাচুর্যময়। বস্তুতঃ অপরাধীদের তাদের পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৮)*। ফলশ্রুতিতে কারূণের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নেমে আসল। তার ধনভাণ্ডারসহ আল্লাহ তাকে ভূগর্ভে দাবিয়ে দিলেন। আল্লাহ

১. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৪, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৯২।

বলেন, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ– 'অতঃপর আমরা কারূণ ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম। তখন তার পক্ষে এমন কোন দলবল ছিল না, যারা আল্লাহ্‌র শাস্তি হ'তে বাঁচতে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮১)*।

এভাবে আল্লাহ সে যুগের শ্রেষ্ঠ ধনী আত্মঅহংকারী কারূণকে চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সম্পদগর্বীদের সাবধান করে দিলেন যে, মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত কেবলমাত্র নিজ প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা দিয়ে সম্পদশালী হওয়া যায় না। আর অহংকার করে কেউ স্থায়ী হ'তে পারে না। কেননা তিনিই হচ্ছেন সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী। তিনি কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে 'হও' বললেই 'হয়ে যায়'।[২]

আমর বিন আউফ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার আবূ ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহকে জিযিয়া আদায় করার জন্য বাহরাইনে পাঠালেন। অতঃপর তিনি বাহরাইন থেকে প্রচুর সম্পদ নিয়ে ফিরে আসলেন। আনছারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে শরীক হ'লেন। যখন তিনি ছালাত পড়ে ফিরে যেতে লাগলেন, তখন তারা তাঁর সামনে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে দেখে হেসে বললেন, আমার মনে হয় আবূ ওবায়দাহ বাহরাইন থেকে কিছু মাল নিয়ে এসেছে, তোমরা তা শুনেছ। তারা বলল, হ্যাঁ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তখন তিনি বললেন, فَأَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ– 'সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমরা সেই আশা রাখ, যা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে। তবে আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসবে আমি এ আশঙ্কা করছি না। বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় তোমাদেরও পার্থিব

---

২. সূরা বাক্বারাহ ২/১১৭; আলে ইমরান ৩/৪৭; ইয়াসীন ৩৬/৮২।

জীবনে প্রশস্ততা আসবে আর তাতে তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেমন তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অতঃপর তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস করেছিল'।[৩]

একই মর্মে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদিন মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। এ সময় তিনি বললেন, إِنِّىْ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا، 'নিশ্চয়ই আমি আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের জন্য যার আশঙ্কা করছি তা হ'ল এই যে, তোমাদের উপরে দুনিয়ার শোভা ও তার সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে'।[৪]

এমনকি তিনি তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর উম্মতের শিরকে লিপ্ত হওয়ার চাইতে বরং দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতাকেই বেশী ভয় করতেন। বিদায় হজ্জ শেষে মদীনায় ফিরে তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন,

إِنِّىْ فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، إِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّىْ وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ، وَإِنِّىْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيْحَ الأَرْضِ، وَإِنِّىْ وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِى، وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا وزاد بعضهم: فَتَقْتَتِلُوْا فَتُهْلِكُوْا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ-

'আমি তোমাদের আগেই চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের উপরে সাক্ষ্যদানকারী হব। তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে 'হাউযে কাওছারে'। আমি এখনি আমার 'হাউযে কাওছার' দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর সম্পদরাজির চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমার এ ভয় নেই যে, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে। কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়া অর্জনে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। অন্য বর্ণনায়

৩. বুখারী হা/৩১৫৮; মুসলিম হা/২৯৬১; মিশকাত হা/৫১৬৩।
৪. বুখারী হা/১৪৬৫; মিশকাত হা/৫৯৫৭।

এসেছে, অতঃপর তোমরা পরস্পরে লড়াই করবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে'।[৫]

প্রিয় পাঠক! আমরা জানি, শিরক সবচেয়ে বড় পাপ। যে পাপ ক্ষমা করবেন না মর্মে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন *(নিসা ৪/৪৮)*। এমনকি শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম হওয়ার কথাও ঘোষিত হয়েছে *(মায়েদা ৫/৭২)*। অথচ আলোচ্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) শিরকের পাপে লিপ্ত হওয়ার চাইতে বরং দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতাকেই বেশী ভয় করেছেন। দুর্ভাগ্য যে, আমরা এ প্রতিযোগিতাই লাগামহীনভাবে করে চলেছি। দুনিয়া নিয়ে আমরা এতটাই ব্যস্ত যে, দুনিয়ার মালিকের কথা বেমা'লূম ভুলে যাই। ভুলে যাই মৃত্যুযন্ত্রণার কথা, অন্ধকার কবরের কথা। মনে হয় যেন দুনিয়াতে আমরা চিরকাল বেঁচে থাকব। অথচ দুনিয়ার জীবন নিতান্তই মূল্যহীন ও ক্ষণস্থায়ী। আর আখেরাতের জীবন হচ্ছে চিরস্থায়ী। আল্লাহ বলেন, بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'তোমরা দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক, অথচ আখেরাতের জীবনই কল্যাণকর ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৫-১৬)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ– 'যদি আল্লাহ্র নিকটে দুনিয়ার মূল্য একটি মাছির ডানার সমপরিমাণ হ'ত, তাহ'লে তিনি কোন কাফেরকে দুনিয়াতে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না'।[৬] দুনিয়ার সাথে আখেরাতের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ، 'আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবাল এবং দেখল যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রের কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে'।[৭] অর্থাৎ সমুদ্রের পানির

---

৫. বুখারী ফাৎহুল বারী হা/৪০৪২-এর আলোচনা; মুসলিম হা/২২৯৬; মিশকাত হা/৫৯৫৮; দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭৩০।
৬. তিরমিযী হা/২৩২০; মিশকাত হা/৫১৭৭, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৮৬।
৭. মুসলিম হা/২৮৫৮; তিরমিযী হা/২৩২৩; মিশকাত হা/৫১৫৬।

তুলনায় আঙ্গুলের সাথে আসা এক বা দু'ফোটা পানির সমপরিমাণ হচ্ছে সৃষ্টি হ'তে ক্বিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার জীবন। আর সমুদ্রের বিশাল পানিরাশি, যার কোন শেষ নেই, তা হচ্ছে আখেরাতের জীবন।

আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মদীনার কাল পাথুরে যমীনে হাঁটছিলাম। এ সময় ওহোদ পাহাড় আমাদের সামনে পড়ল। তিনি বললেন, হে আবু যার! আমি এতে খুশী নই যে, আমার নিকট এই ওহোদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকবে, আর এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হবে অথচ তার মধ্য হ'তে একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে না ঋণ আদায়ের জন্য অথবা আল্লাহ্র বান্দাদের মাঝে এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে খরচ করা ব্যতীত। অতঃপর কিছু দূর এগিয়ে তিনি বললেন, প্রাচুর্যের অধিকারীরাই ক্বিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে। অবশ্য ঐ ব্যক্তি নয়, যে সম্পদকে এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে ব্যয় করে। কিন্তু এরকম লোকের সংখ্যা খুবই কম'।[৮]

একই মর্মে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ لِى مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا يَسُرُّنِى أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَىَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِىْ مِنْهُ شَىْءٌ، إِلاَّ شَىْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ، 'যদি আমার নিকট ওহোদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহ'লে আমি এতে আনন্দিত হ'তাম যে, ঋণ পরিশোধের মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সম্পদ তিনদিন অতিবাহিত না হ'তেই আল্লাহ্র পথে খরচ করে ফেলি'।[৯]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِينَ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا أَرْبَعٌ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ قُدَّامِهِ وَمِنْ وَرَائِهِ. 'দুর্ভোগ বিত্তবানদের জন্য। তবে তারা ব্যতীত যারা ধন-সম্পদ সম্পর্কে বলে, এইভাবে এইভাবে এইভাবে এইভাবে অর্থাৎ ডানে, বামে, সামনে ও পিছনে চারদিকে (ব্যয় কর)'।[১০] অর্থাৎ সে তার

---

৮. বুখারী হা/২৩৮৮।
৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৫৯।
১০. ইবনু মাজাহ হা/৪১২৯, সনদ হাসান; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪১২।

সম্পদকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে ব্যয় করে। এভাবে বিভিন্ন হাদীছে রাসূল (ছাঃ) প্রাচুর্যের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে ধনী হওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

জাহান্নামী ধনী ব্যক্তি দুনিয়ার বিলাসিতা ভুলে যাবে :

সম্পদশালী ব্যক্তি আখেরাতে ব্যর্থ হ'লে জাহান্নামে যাবে। আর জাহান্নামে প্রবেশের প্রথম দফায়ই দুনিয়ার সকল প্রাচুর্য ও বিলাসিতা ভুলে যাবে। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِى بُؤُسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ.

'ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হ'তে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়াতে সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কল্যাণ দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম হে প্রভু! অপরদিকে জান্নাতীদের মধ্য হ'তে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে ঢুকানোর পর বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কষ্ট দেখেছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ অতিক্রম করেছে? সে বলবে, না, আল্লাহ্র কসম! আমার উপর কোনদিন কোন কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি'।[১১] অর্থাৎ দুনিয়ার অবহেলিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষ, যারা সেদিন জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশের সাথে সাথে দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন-নিপীড়নের কথা ভুলে যাবে।

---

১১. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৬৯।

জান্নাতের পরম সুখ-শান্তি ও বিলাসী জীবন তাকে পিছনের সবকিছু ভুলিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে প্রতাপশালী, ক্ষমতাগর্বী, অহংকারী, অজস্র অর্থ-বিত্তের মালিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, যারা সেদিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারা জাহান্নামে প্রবেশের সাথে সাথেই দুনিয়ার বিলাসী জীবনের কথা ভুলে যাবে। জাহান্নামের তীব্র দহন যন্ত্রণা ও জাহান্নামীদের করুণ আর্তনাদ তাদেরকে অতীতের সকল সুখী ও বিলাসী জীবনের কথা ভুলিয়ে দিবে। এতএব দুনিয়াপূজারীরা সাবধান হবে কি?

সম্পদ উপার্জনে ইসলামের বিধান :

সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক দু'টি শর্ত হচ্ছে হালাল হওয়া ও পবিত্র হওয়া। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ– 'হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، 'আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র রূযী দান করেছেন, সেখান থেকে তোমরা খাদ্য গ্রহণ করো এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছে' *(মায়েদা ৫/৮৮)*।

তিনি বলেন, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ 'সুতরাং যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গণীমত রূপে লাভ করেছ, তা হালাল ও পবিত্র হিসাবে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আনফাল ৮/৬৯)*। সূরা নাহল ১১৪ নম্বর আয়াতেও একই নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ বলেন, فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، 'অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন

তার মধ্যে বৈধ ও পবিত্র খাদ্য তোমরা ভক্ষণ কর এবং আল্লাহ্র নে‘মতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক' *(নাহাল ১৬/১১৪)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে খাদ্যের জন্য দু'টি মৌলিক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। হালাল হওয়া ও পবিত্র হওয়া। অতএব চুরিকৃত কলা পবিত্র হ'লেও তা হালাল নয়। অন্যদিকে নিজের গাছের পচা কলা হালাল হ'লেও পবিত্র নয় কিংবা হালাল টাকায় মদের ব্যবসাও জায়েয নয়।

আর কোন বস্তুর হালাল বা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র বিধানই চূড়ান্ত। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ- ‘আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হালাল করেছেন তা হালাল এবং আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব জিনিস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন তা তিনি ক্ষমা করেছেন'।[১২]

অপরদিকে হারাম খাদ্য খেয়ে জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব উল্লেখ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ- ‘যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান'।[১৩] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ ‘ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে'।[১৪] অতএব উপার্জনের ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই হারাম বা অবৈধ পথ অবলম্বন করা যাবে না।

১২. তিরমিযী হা/১৭২৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৬৭; মিশকাত হা/৪২২৮; সনদ হাসান।
১৩. আহমাদ, দারেমী, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৭২; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৫১৯।
১৪. বায়হাক্বী, শু‘আব, মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯।

ধন-সম্পদে সীমালংঘন

ধন-সম্পদে সীমালংঘন দু'ভাবে হ'তে পারে। (ক) সম্পদ উপার্জনে সীমালংঘন (খ) ব্যয়-বণ্টনে সীমালংঘন।

সম্পদ উপার্জনে সীমালংঘন :

রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যকে উত্তম খাদ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَــدِهِ- 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায় না। আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন'।[১৫] শুধু দাঊদ (আঃ) নন অন্যান্য নবী-রাসূলগণও নিজ হাতে উপার্জন করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطَ لأَهْلِ مَكَّةَ- 'আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি বকরী চরাননি। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিও কয়েক ক্বিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম'।[১৬]

সম্পদ উপার্জনে সীমালংঘনের বহু দিক রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক ও এর পরিণতি নিম্নরূপ-

সূদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ :

অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি আছেন, যারা সূদের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করে থাকেন। সূদ যে হারাম সে বিষয়ে তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যে কোন প্রকারে অর্থ উপার্জনই এদের নিকটে মুখ্য, সম্পদ বৃদ্ধিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য, বাড়ি-গাড়ী ও বিলাসিতাই তাদের উদ্দেশ্য। অথচ হারাম

---

১৫. বুখারী হা/২০৭২।
১৬. বুখারী হা/২২৬২; মিশকাত হা/২৯৮৩।

পন্থায় উপার্জিত এই সম্পদই আখেরাতে তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

‘যারা সূদ ভক্ষণ করে, তারা (ক্বিয়ামতের দিন) দাঁড়াতে পারবে না জিনে ধরা রোগীর ন্যায় ব্যতীত। এর কারণ এই যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় তো সূদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন। অতঃপর যার নিকটে তার প্রভুর পক্ষ থেকে উপদেশ এসে গেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তার জন্য পিছনের সব গোনাহ মাফ। তার (তওবা কবুলের) বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি পুনরায় সূদ খাবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। রাসূল (ছাঃ) সূদদাতা, সূদ গ্রহীতা, এর লেখক ও সাক্ষী সকলের উপর লা‘নত করেছেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. ‘রাসূল (ছাঃ) সূদ গ্রহীতা, সূদদাতা, সূদ লেখক ও এর সাক্ষীদ্বয়কে লা‘নত করেছেন এবং তিনি বলেন, এরা সকলে সমান (অপরাধী)’।[১৭]

সূদের ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِن سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زِنْيَةً. ‘কোন ব্যক্তির জেনে শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সমপরিমাণ সূদের উপার্জন ভক্ষণ করা ছত্রিশ বার যেনা করার চেয়েও কঠিন (পাপ)’।[১৮]

---

১৭. মুসলিম হা/১৫৯৮; বুলূগুল মারাম হা/৮২৯।
১৮. আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৮২৫; বাংলা মিশকাত হা/২৭০১।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلرِّبَـــا ثَلَاثَـــةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى اَلرِّبَا عِرْضُ اَلرَّجُـــلِ اَلْمُسْـــلِمِ، 'সূদের তিয়াত্তরটি দরজা (স্তর) রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট হচ্ছে, কোন ব্যক্তির তার মায়ের সাথে যেনা করার ন্যায়। আর কোন মুসলিম ভাইয়ের সম্মানের ক্ষতিসাধন করা বড় ধরনের সূদ'।[১৯]

হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাত অন্তে আমাদের দিকে ফিরে বসতেন এবং বলতেন, তোমরা কেউ রাতে স্বপ্ন দেখেছ কি? কেউ দেখে থাকলে তিনি তার ব্যাখ্যা দিতেন। এভাবে একদিন তিনি বললেন, আমি আজ রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি, তোমরা শোন। অতঃপর তিনি বললেন, দু'জন লোক এসে আমাকে নিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে মাঠের মধ্যে দেখলাম যে, একজন লোক বসে আছে। পাশেই একজন লোক লোহার আঁকড়া বা মাথা বাঁকানো ধারালো অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার এক চোয়াল থেকে মাথার পিছন পর্যন্ত সেটা দিয়ে চিরে দিচ্ছে। অতঃপর অপর চোয়ালটিও আগের মত চিরে দিচ্ছে। ততক্ষণে প্রথম চোয়ালটা জোড়া লেগে যাচ্ছে। আঁকড়াধারী ব্যক্তি বারবার এরূপ করছে। আর লোকটি যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে আমি বললাম, এ ব্যক্তির এই কঠিন শাস্তি কেন? জবাবে তারা বললেন, সামনে চলুন।

এরপর আমরা কিছুদূর গিয়ে পেলাম একজন লোককে, যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আরেকজন দাঁড়ানো ব্যক্তি তার মাথায় পাথর মেরে তা চূর্ণ করে দিচ্ছে। অতঃপর লোকটি পাথর কুড়িয়ে আনার অবসরে মাথাটি আবার পূর্বের ন্যায় ভাল অবস্থায় ফিরে আসছে। অতঃপর পুনরায় তা পাথর মেরে চূর্ণ করা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটির এ শাস্তি কেন? জবাবে তারা বললেন, সামনে চলুন।

এরপরে আমরা গেলাম লোহার বালা বা কড়া সদৃশ একটা বড় পাত্রের নিকটে। যার মুখ সরু এবং নীচের দিকে প্রশস্ত। পাত্রটির নীচে আগুন

১৯. ইবনু মাজাহ হা/২২৭৫; হাকেম হা/২২৫৯; বুলূগুল মারাম হা/৮৩১।

জ্বলছে। যার ভিতরে একদল উলংগ পুরুষ ও নারী। যারা আগুনের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। কিন্তু পারছে না। আমি বললাম, এদের এরূপ শাস্তি কেন? জবাবে তারা বললেন, সামনে চলুন।

এরপরে আমরা গেলাম একটা রক্তনদীর কাছে। যার মাঝখানে একজন লোক মাথা উঁচু করে আছে। আর নদীর তীরে একজন লোক পাথরের খণ্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যখনই ঐ লোকটি সাঁতরে কিনারে উঠতে চাচ্ছে, তখনই তার মাথায় পাথর মেরে তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। লোকটি এভাবে রক্তের নদীতে সাঁতরাচ্ছে। কিন্তু তীরে উঠতে পারছে না। যখনই সে কাছে আসছে তখনই পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছে। যা পুনরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, লোকটির এ শাস্তি কেন হচ্ছে? জবাবে তারা বললেন, সামনে চলুন।

এবার কিছু দূর গিয়ে তারা বললেন, ১ম ব্যক্তি যার মুখ চিরা হচ্ছিল, সে হ'ল মিথ্যাবাদী। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এরূপ আচরণ করা হবে। ২য় ব্যক্তি যার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছিল, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তা ছেড়ে রাতে ঘুমাত এবং দিনের বেলায় সে অনুযায়ী আমল করত না। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এরূপ আচরণ করা হবে। ৩য় ব্যক্তিরা যাদেরকে মাথা সরু বড় পাত্রের মধ্যে দেখা গেছে, ওরা হ'ল ব্যভিচারী। ৪র্থ যে ব্যক্তি রক্তনদীর মধ্যে সাঁতরাচ্ছে ও পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছে, সেটা হ'ল সূদখোর। ... এবারে তারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমরা হ'লাম জিবরীল ও মীকাঈল। এবার তুমি মাথা উঁচু কর। (রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) আমি মাথা উঁচু করলাম। দেখলাম, এক খণ্ড মেঘের মত বস্তু। তারা বললেন, ওটাই তোমার বাসগৃহ। আমি বললাম, আমি আমার বাসগৃহে প্রবেশ করব। তারা বললেন, তোমার বয়স পূর্ণ হওয়ার পর তুমি ওখানে প্রবেশ করবে'।[২০]

সূদ যে কতটা ভয়ঙ্কর অপরাধ তা বোধকরি পাঠক অনুধাবন করতে পেরেছেন। কিন্তু এরপরও কি আমরা সূদের বেড়াজাল থেকে নিষ্কৃতির পথ অবলম্বন করেছি? কতটা চেষ্টা করেছি এই প্রশ্ন নিজেকে করার সময় কি এখনও হয়নি? আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন-আমীন!

২০. বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১ 'স্বপ্ন' অধ্যায়।

ওযনে কম দান ও প্রতারণামূলক ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ :

ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থোপার্জনের একটি বৈধ ও সম্মানজনক মাধ্যম। এই পবিত্র মাধ্যমকে কলুষিত করেছে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী। মিথ্যা, ভেজাল ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে এরা ক্রেতাকে ঠকিয়ে অধিক মুনাফা লুটে নিচ্ছে। তাছাড়া ওযনে কম দেওয়ার প্রবণতাও নতুন নয়। যুগ যুগ ধরেই ব্যবসার সাথে এই অসাধুতা জড়িত। যা আরবদের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ফলে কুরআন মাজীদে ব্যবসায় ওযনে কম দান সম্পর্কে একটি পৃথক সূরা নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল অসাধু ব্যবসায়ীকে সাবধান করে দেন। আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ- الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ- وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ- أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُوْنَ- لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ- يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ- 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদের মেপে দেয় বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে? সেই মহা দিবসে, যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্বপালকের সম্মুখে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১-৬)*।

আরবী বাকরীতি অনুযায়ী وَيْلٌ অর্থ দুর্ভোগ বা ধ্বংস। এখানে وَيْلٌ-এর সাথে يَوْمَئِذٍ যোগ হওয়ায় এর অর্থ হবে 'জাহান্নাম'। কেননা ক্বিয়ামতের দিন দুর্ভোগের একমাত্র পরিণাম হ'ল জাহান্নাম। মাপ ও ওযনে ইচ্ছাকৃতভাবে কম-বেশী করে যারা, এটাই হবে তাদের পরকালীন পুরস্কার।[২১]

অথচ আল্লাহ তা'আলা মাপ ও ওযন সঠিকভাবে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا 'তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ করে দাও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে। আমরা কাউকে তার

---

২১. তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, (রাজশাহী : হাফাবা প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ মে ২০১৩), পৃ: ১৬০।

সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেই না' *(আন'আম ৬/১৫২)*। তিনি আরও বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً- 'তোমরা মেপে দেয়ার সময় মাপ পূর্ণ করে দাও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করো। এটাই উত্তম ও পরিণামের দিক দিয়ে শুভ' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৫)*।

কোন জনপদে দুর্ভিক্ষ শুরু হ'লে সেখানে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয় দুর্ভিক্ষ নিরসনে। মূল কারণ খোঁজা হয় না অথবা খোঁজার তাগাদাও অনুভূত হয় না কখনো। অথচ দুর্ভিক্ষের গযব শুরু হয় ওযনে কম দেওয়ার কারণেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

خَمْسٌ بِخَمْسٍ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَمَا حَكَمُوْا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الْفَقْرُ وَمَا ظَهَرَتْ فِيْهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الْمَوْتُ (أَوْ إِلاَّ ظَهَرَ فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ) وَلاَ طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلاَّ مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ، وَلاَ مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلاَّ حُبِسَ عَنْهُمُ الْمَطَرَ،

'পাঁচটি বস্তু পাঁচটি বস্তুর কারণে হয়ে থাকে। ১. কোন কওম চুক্তিভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের উপরে তাদের শত্রুকে বিজয়ী করে দেন। ২. কেউ আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানের বহির্ভূত বিধান দিয়ে দেশ শাসন করলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে। ৩. কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীল কাজ বিস্তৃত হ'লে তাদের মধ্যে মৃত্যু অর্থাৎ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। ৪. কেউ মাপে বা ওযনে কম দিলে তাদের জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে। ৫. কেউ যাকাত দেওয়া বন্ধ করলে তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়'।[২২]

অপরদিকে প্রতারণাকারীদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে- مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ 'যে ব্যক্তি আমাদেরকে

২২. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৭৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৩২৪০।

ধোঁকা দেয়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। ধোঁকাবাজ ও প্রতারক জাহান্নামী'।[২৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন একটি খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এসময় তিনি ঐ স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে তাঁর হাত ভিজে যায়। তিনি বিক্রেতাকে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ভিজা অংশটি উপরে রাখলে না কেন? মনে রেখ, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى 'যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[২৪]

দুর্ভাগ্য যে, বর্তমানে ব্যবসা মানেই যেন ভেজাল আর হারামের ছড়াছড়ি। খাদ্যে ভেজাল, গোশতে ভেজাল, মাছে ভেজাল, ফলমূলে ভেজাল, শাক-সবজিতে ভেজাল, এমনকি ঔষধেও ভেজাল। লোভী অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে পবিত্র এ অঙ্গনটি যারপার নাই কলুষিত হয়ে পড়েছে। আর এই ভেজাল পণ্য খেয়ে অসুস্থ হচ্ছে নিরীহ মানুষ। এমনকি বিষ মিশানো এই সব খাদ্য খেয়ে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অকেজো হয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। একজন মানুষকে সরাসরি হত্যার চাইতে এটি আরো জঘন্য। অতএব ব্যবসায়ীরা! সাবধান হবেন কি?

ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ :

বর্তমান সমাজে সহজলভ্য বিষয় হচ্ছে ঘুষ বা উৎকোচ। কথায় বলে 'ফুয়েল না দিলে ফাইল চলে না'। অফিস আদালতের করুণ বাস্তবতা এটাই যে, টেবিলের উপরে থাকা ফাইলও খুঁজে পাওয়া যায় না, যদি না এর জন্য 'বখশিশ' নামক কিছু মিলে। এটি এখন 'ওপেন সিক্রেট'। সকলেই জানেন, দেখেন কিন্তু বলতে পারেন না। অপরদিকে চাকুরীর বাযারে এটি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ঘুষ-দুর্নীতি আর দলীয় ক্যাডার বাহিনীর চাপে নিদারুণভাবে বঞ্চিত হচ্ছে মেধাবীরা। ঘুষ এত জঘন্য একটি অপরাধ যে, এর মাধ্যমে প্রভাবশালী শত যুলুম করেও রক্ষা পায়। অপরদিকে মযলূম তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আর এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) ঘুষদাতা ও

২৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০।
২৪. মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০।

গ্রহীতার প্রতি লা‘নত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, لَعَـــنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي، ‘রাসূল (ছাঃ) ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই লা‘নত করেছেন’।[২৫] আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْــوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّــاسِ بِالْــإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُــونَ، ‘আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ কর না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকটে পেশ কর না’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. ‘যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের জন্য সুফারিশ করল এবং সে এর বিনিময়ে হাদিয়াস্বরূপ তাকে কিছু দিল। এমতাবস্থায় যদি সে তা গ্রহণ করে তাহ’লে সে সূদের দরজাসমূহের বড় একটি দরজায় উপস্থিত হ’ল’।[২৬] তিনি আরো বলেন, مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُــوَ غُلُولٌ. ‘আমি যাকে ভাতার বিনিময়ে কোন কাজে নিয়োজিত করি, সে যদি তা ব্যতীত অন্য কিছু (উৎকোচ) গ্রহণ করে, তাহ’লে তা হবে খিয়ানাত’।[২৭]

ইয়াতীমদের মাল আত্মসাতের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ :

ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ অত্যন্ত কঠোর। পবিত্র কুরআনের যেখানেই সদয়, সহানুভূতি ও ভাল আচরণের কথা এসেছে, সেখানেই ইয়াতীমদের কথা এসেছে। মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদত ও শিরক থেকে বাঁচার পাশাপাশি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও নিঃস্বদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى

২৫. আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩, সনদ ছহীহ।
২৬. আবূদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত, হা/৩৭৫৭।
২৭. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮।

وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের প্রতি সদাচরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক, অহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*। ইয়াতীমের অসম্মান করাকে আল্লাহ মানুষের মন্দ স্বভাব হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيمَ. وَلَا تَحَاضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. 'কখনোই নয়। বস্তুতঃ তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না' *(ফাজর ৮৯/১৭-১৮)*। এখানে 'সম্মান করা' কথাটি বলার মাধ্যমে ইয়াতীমের যথাযথ হক আদায় করা ও তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার প্রতি ইয়াতীমের অভিভাবক ও সমাজের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[২৮] কেননা ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎকারীর শাস্তি অত্যন্ত মর্মান্তিক। দুনিয়াতে ক্ষমতার দাপটে ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা সম্ভব হ'লেও পরকালে ঐ ব্যক্তির বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। অন্যান্য পাপীদের ন্যায় সেও বাম হাতে আমলনামা পেয়ে সেদিন আফসোস করে বলতে থাকবে, يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. 'হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হ'ত। আমি যদি আমার হিসাব কি তা না জানতাম! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হ'ত! (আজ) আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসল না। আমার ক্ষমতা আজ ধ্বংস হয়ে গেছে' *(হা-ক্কাহ ৬৯/২৫-২৯)*।

ইয়াতীমের সম্পদ যাতে আত্মসাৎ করা না হয় সেজন্য অতি সাবধান করতঃ ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হ'তেও মহান আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে

---

২৮. তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, (রাজশাহী : হাফাবা প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ মে ২০১৩), পৃঃ ২৮৩।

নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. 'আর ইয়াতীমের বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তার বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেও না' *(আন'আম ১৫২)*। তিনি আরও বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـــئُوْلاً. 'আর ইয়াতীমের বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেও না এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৩৪)*। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে 'ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যেও না' অর্থ ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না। যেমনটি হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টির পর নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْرَبَا هَـــذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الْظَّـــالِمِيْنَ 'তোমরা এই বৃক্ষের নিকটেও যেও না। (যদি যাও) তাহ'লে তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*। মূলতঃ ইয়াতীমের সম্পদের হেফাযত ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত হবে তাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আয়াতদ্বয়ে একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোনভাবেও যেন ইয়াতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ করা না হয়। কেননা ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা অর্থ আগুন ভক্ষণ করা। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا. 'নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভর্তি করে এবং সত্বরই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(নিসা ৪/১০)*।

আবুহুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ. 'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হ'তে বেঁচে থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেগুলি কী? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র সাথে শিরক করা, যাদু করা, মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়ন করা ও মুমিন সতীসাধ্বী মহিলার উপর যেনার অপবাদ দেয়া'।[২৯] অতএব ধ্বংস থেকে রক্ষা ও জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে মুক্তির স্বার্থে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

মদ-জুয়া-লটারীর মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ :

যা পান করলে মাদকতা আসে, তাই মদ। এর আরবী প্রতিশব্দ 'খমর' (خمر)। خَمَرَ يَخْمُرُ خَمْرًا অর্থ سَتَرَ গোপন করা বা ঢেকে দেয়া। ওড়নাকে আরবীতে 'খিমার' (خِمَارٌ) বলা হয় এজন্য যে, তা মহিলাদের মাথা ও বুক আবৃত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَمِّرُوا الآنِيَةَ 'তোমরা তোমাদের পাত্র সমূহ ঢেকে রাখ'।[৩০]

পারিভাষিক অর্থে- যে সকল বস্তু সেবনে মাদকতা সৃষ্টি হয় এবং বিবেক আচ্ছন্ন হয়ে যায় তাকে মাদকদ্রব্য বলে। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ 'মদ তাই, যা মানুষের বিবেককে আচ্ছন্ন করে'।[৩১]

২৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২ 'ঈমান' অধ্যায়।
৩০. বুখারী হা/১২৩৪।
৩১. বুখারী হা/৪৬১৯, ৫৫৮১, ৫৫৮৮; মুসলিম হা/৩০৩২; মিশকাত হা/৩৬৩৫।

মদ হারামের প্রেক্ষাপট : জাহেলী আরবে মদের প্রচলন ছিল ব্যাপক। যে কোন অনুষ্ঠান-আয়োজনের শেষে মদ পরিবেশন ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। মদ ছাড়া পুরো আয়োজনই যেন অসম্পূর্ণ মনে হ'ত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মধ্যেও মদের প্রচলন ছিল। অতঃপর যখন মদের অপকারিতা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হ'তে লাগল, তখন মহান আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করেন। তবে তৎকালীন সমাজে বহুল প্রচলিত এই মদ একদিনে হারাম না করে তিনি পর্যায়ক্রমে লোকেদের জন্য সহনীয় করে হারাম করেন।

মদ নিষিদ্ধের ব্যাপারে কুরআন মাজীদে পর্যায়ক্রমে তিনটি আয়াত নাযিল হয়। সূরা বাক্বারাহ ২১৯, নিসা ৪৩ ও সবশেষে সূরা মায়েদাহ ৯০-৯১ নম্বর আয়াত। প্রতিটি আয়াত নাযিলের মধ্যে স্বল্প বিরতি ছিল এবং প্রতিটি আয়াতই একেকটি ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পর একদিন কতিপয় ছাহাবী এসে মদের অপকারিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এ বিষয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ কামনা করেন। তখন নাযিল হয়, يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا– 'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলে দিন যে, এ দু'টির মধ্যে রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য রয়েছে কিছু উপকারিতা। তবে এ দু'টির পাপ এ দু'টির উপকারিতার চাইতে অধিক' *(বাক্বারাহ ২/২১৯)*। এ আয়াত নাযিলের ফলে বহু লোক মদ-জুয়া ছেড়ে দেয়।

অতঃপর কিছুদিন পর জনৈক ছাহাবীর বাড়ীতে মেযবানী শেষে মদ্যপান করে একজন অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অন্যজন ছালাতে ইমামতি করতে গিয়ে সূরা কাফিরূণে نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ পড়েন। যার অর্থ 'আমরা ইবাদত করি তোমরা যাদের ইবাদত কর'। যাতে আয়াতের মর্ম একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন নাযিল হয়, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছালাতের

নিকটবর্তী হয়ো না। যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার' *(নিসা ৪/৪৩)*। এ আয়াত নাযিলের পর মদ্যপায়ীর সংখ্যা আরও হ্রাস পায়।

অতঃপর আরও কিছুদিন পর একদিন এক ছাহাবীর বাড়ীতে খানাপিনার পর মদ্যপান শেষে কিছু মেহমান অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ সময় জনৈক মুহাজির ছাহাবী নিজের বংশ গৌরব কাব্যাকারে বলতে গিয়ে আনছারদের দোষারোপ করে কবিতা বলেন। তাতে একজন আনছার যুবক তার মাথা লক্ষ্য করে উটের হাড্ডি ছুঁড়ে মারেন। তাতে তার নাক মারাত্মকভাবে আহত হয়। পরে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পেশ করা হয়। তখন মদ নিষিদ্ধের চূড়ান্ত নির্দেশ সম্বলিত সূরা মায়েদাহর ৯০-৯১ নম্বর আয়াত নাযিল হয়। যাতে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِيْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُوْنَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী ও শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর সমূহ নাপাক ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো কেবল চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত হ'তে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব এক্ষণে তোমরা নিবৃত্ত হবে কি?' *(মায়েদাহ ৫/৯১)*। তখন ওমর ফারূক (রাঃ) বলে ওঠেন, انْتَهَيْنَا 'আমরা বিরত হ'লাম'।[৩২]

উল্লেখ্য যে, সূরা বাক্বারাহ ও নিসার আয়াত দু'টি নাযিল হ'লে প্রতিবারে ওমর (রাঃ) মদ সম্পর্কে আল্লাহ্র নিকটে এই বলে প্রার্থনা করেন যে, اللهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে মদ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন'। তখন সূরা মায়েদার ৯০-৯১ আয়াত দু'টি নাযিল হয়।[৩৩]

৩২. আবূদাঊদ হা/৩৬৭০; তিরমিযী হা/৩০৪৯; নাসাঈ হা/৫৫৫৫।
৩৩. আহমাদ হা/৩৭৮; নাসাঈ হা/৫৫৪০; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২৮৯৭।

এভাবে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল বনু আদমের উপর মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ সেই নিষিদ্ধ বস্তুটিই মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বৈধতা দিয়েছে। শহরে-বন্দরে আজকাল 'সরকার অনুমোদিত বাংলা মদের দোকান' বা 'বাংলা মদের কারখানা' ইত্যাদি সাইনবোর্ড দেখা যায়। যত সব তন্ত্র-মন্ত্রের দোহাই দিয়ে আল্লাহ কৃত হারামকে আজ হালাল করা হচ্ছে। যা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট ইহুদী-নাছারাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মদ হারামের পর মদীনার চিত্র : আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন আমি আবূ ত্বালহার বাড়ীতে (মেযবানী শেষে) লোকজনকে মদ পান করাচ্ছিলাম। সেদিন উন্নতমানের 'ফাযীখ' (الفَضِيخَ) মদ পান চলছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠালেন যে, أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، 'সাবধান! নিশ্চয়ই মদ হারাম করা হয়েছে'। রাবী (আনাস) বলেন, আবূ তালহা আনছারী তখন আমাকে বললেন, اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا 'বাইরে যাও এবং সমস্ত মদ ঢেলে দাও'। আনাস (রাঃ) বলেন, فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِى سِكَكِ الْمَدِينَةِ 'আমি বাইরে গেলাম এবং সমস্ত মদ ঢেলে দিলাম। অতঃপর সেদিন মদীনার অলিগলিতে মদের প্লাবন বয়ে গেল'।[৩৪] অন্য বর্ণনায় আছে, আবূ ত্বালহা বললে قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا 'ওঠো হে আনাস! মদ ঢেলে দাও'।[৩৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ الْخَمْرَ الَّتِى أُهْرِيقَتِ الْفَضِيخُ وَزَادَنِى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِى النُّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ فِى مَنْزِلِ أَبِى طَلْحَةَ فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ هَذَا مُنَادٍ يُنَادِى أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ لِى اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا قَالَ

৩৪. বুখারী হা/২৪৬৪; মুসলিম হা/১৯৮০।

فَجَرَتْ فِى سِكَكِ الْمَدِينَةِ. قَالَ وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قُتِلَ قَوْمٌ وَهْىَ فِى بُطُونِهِمْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا)-

‘আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত যে, ঢেলে দেয়া মদগুলো ছিল ফাযীখ। আবূ নু‘মান থেকে মুহাম্মাদ ইবনু সাল্লাম আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আনাস (রাঃ) বলেছেন, আমি আবূ ত্বালহা (রাঃ)-এর ঘরে লোকেদেরকে মদ পান করাচ্ছিলাম, তখনই মদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হ’ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন ঘোষককে তা প্রচারের নির্দেশ দিলেন। এরপর সে ঘোষণা দিল। আবূ ত্বালহা বললেন, বেরিয়ে দেখ তো কিসের শব্দ? আনাস (রাঃ) বলেন, আমি বের হ’লাম এবং বললাম যে, একজন ঘোষক ঘোষণা দিচ্ছে যে, জেনে রাখ মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন, যাও এগুলো ঢেলে দাও। আনাস (রাঃ) বলেন, সেদিন মদীনা মুনাওয়ারার রাস্তায় রাস্তায় মদের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বলেন, সে যুগে তাদের মদ ছিল ফাযীখ। তখন একজন বললেন, যাঁরা পেটে মদ নিয়ে শহীদ হয়েছেন তাদের কী অবস্থা হবে? তিনি বলেন, এরপর আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করলেন, ‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছে তার জন্য তাদের কোন গুনাহ হবে না’।[৩৬]

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে এবং মু‘আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনে পাঠালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের এলাকায় যব থকে ‘মিযর’ নামক পানীয় এবং মধু থেকে ‘বিত’ (بِتْع) নামক শরাব (পানীয়) তৈরি করা হয়। তিনি বললেন, كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ‘প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম’।[৩৭]

---

৩৫. বুখারী হা/৫৫৮২।
৩৬. *বুখারী হা/২৪৬৪, ৪৬২০।*
৩৭. *মুসলিম হা/১৭৩৩; ঐ, ইফাবা হা/৫০৪৪।*

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ، 'যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই মদ। আর মদ মাত্রই হারাম'।[৩৮] আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ 'প্রত্যেক পানীয় যা নেশাগ্রস্ত করে, তা হারাম'।[৩৯] জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ 'যার বেশীতে মাদকতা আনে তার অল্পটাও হারাম'।[৪০] এ মূলনীতির আলোকে বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, গুল, তামাক সবই মাদকের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলো খাওয়াও হারাম।

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূল (ছাঃ) আমাকে অছিয়ত করেছেন এই মর্মে যে, لاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ 'মদ পান করো না। কেননা তা সকল অপকর্মের চাবিকাঠি'।[৪১] একই রাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ-

'তুমি আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে কেটে টুকরা টুকরা করা হয় বা আগুনে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ত্যাগ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ত্যাগ করে, তার উপর থেকে আল্লাহ্র যিম্মাদারী উঠে যায়। আর তুমি মদ্যপান করবে

---

৩৮. *মুসলিম হা/২০০৩; ঐ, ইফাবা হা/৫০৫১।*

৩৯. *বুখারী হা/২৪২; মিশকাত হা/৩৬৩৭।*

৪০. *আবূদাউদ হা/৩৬৮১; তিরিমিযী হা/১৮৬৫; নাসাঈ হা/৫৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯৩, ৩৩৯৪; মিশকাত হা/৩৬৪৫, সনদ হাসান ছহীহ।*

৪১. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭১; ছহীহুল জামে হা/৭৩৩৪, সনদ ছহীহ।*

না। কেননা মদ হ'ল সকল অনিষ্টের মূল'।[৪২] একই মর্মে অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رضى الله عنه يَقُولُ **اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ** إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلاَمٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّى وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَىَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلاَمَ. قَالَ فَاسْقِينِى مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا. قَالَ زِيدُونِى فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ الإِيْمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

'আবুবকর বিন আব্দুর রহমান বিন হারেছ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ওছমান (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা মদ থেকে বেঁচে থাক। কেননা এটি সকল নিকৃষ্ট কর্মের উৎস'। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিল। এক ভ্রষ্টা রমণী তাকে নিজের ধোঁকাবাজির জালে আবদ্ধ করতে মনস্থ করল। এজন্য সে তার এক দাসীকে তার নিকট প্রেরণ করে তাকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডেকে পাঠাল। তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে গমন করল। সে যখনই কোন দরজা অতিক্রম করত, দাসী পেছন থেকে সেটি বন্ধ করে দিত। এভাবে ঐ আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে উপস্থিত হ'ল। আর তার সামনে ছিল একটি ছেলে এবং এক পেয়ালা মদ। নারী বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাইনি, বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সাথে ব্যভিচারে

৪২. *ইবনু মাজাহ হা/৪০৩৪; মিশকাত হা/৫৮০, সনদ হাসান।*

লিপ্ত হবেন অথবা এই মদ পান করবেন অথবা এই ছেলেটিকে হত্যা করবেন। আবেদ তখন বলল, আমাকে মদের একটি মাত্র পেয়ালা দাও। ঐ নারী তাকে এক পেয়ালা মদ পান করাল। তখন সে বলল, আরও দাও। মোটকথা ঐ আবেদ আর থামল না, যতক্ষণ না সে তার সাথে ব্যভিচার করল এবং ঐ ছেলেটিকে হত্যা করল। অতএব তোমরা মদ পরিত্যাগ কর। কেননা আল্লাহ্র শপথ! মদ ও ঈমান কখনো সহাবস্থান করে না। এর একটি অন্যটিকে বের করে দেয়'।[৪৩]

যেমন মুসনাদে আহমাদে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ الإِيْمَانُ وَالْكُفْرُ فِى قَلْبِ امْرِئٍ وَلاَ يَجْتَمِعُ الصِدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيْعاً وَلاَ تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالأَمَانَةُ جَمِيعاً–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঈমান ও কুফর কখনো এক আত্মায় মিলিত হয় না। অনুরূপভাবে সত্য ও মিথ্যা এবং খেয়ানত ও আমানতও কখনো এক আত্মায় একত্রি হয় না'।[৪৪] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ–

'ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, মদ হ'ল সকল নির্লজ্জতার উৎস এবং সকল পাপের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ। যে ব্যক্তি মদ পান করে, সে তার মা, খালা, ফুফু সকলের উপর পতিত হয়'।[৪৫]

---

৪৩. *নাসাঈ হা/৫৬৬৬, ৫৬৬৭।*
৪৪. *মুসনাদে আহমাদ হা/৮৫৭৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৫০।*
৪৫. *দারাকুৎনী হা/৪৬৭১; ছহীহুল জামে হা/৩৩৪৫; সিলসিলা ছহীহা হা/১৮৫৩ সনদ হাসান।*

মদ পানের শাস্তি :

ইহকালীন শাস্তি : জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ قَالَ ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ، 'যে ব্যক্তি মদ পান করে, তাকে বেত্রাঘাত কর। যদি চতুর্থবার পান করে, তবে তাকে হত্যা কর। তিনি (রাবী) বলেন, পরে অনুরূপ একজন ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আনা হ'লে তিনি তাকে প্রহার করেন। কিন্তু হত্যা করেননি'।[৪৬] অন্য হাদীছে আছে,

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِمْرَةِ أَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِيْنَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوْا جَلَدَ ثَمَانِيْنَ-

'সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এবং আবুবকর ও ওমরের যুগের প্রথম দিকে কোন মদ্যপায়ী আসামী এলে তাকে আমরা হাত দিয়ে, চাদর দিয়ে, জুতা ইত্যাদি দিয়ে পিটাতাম। অতঃপর ওমরের যুগের শেষ দিকে তিনি ৪০ বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু যখন মদ্যপান বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন তিনি ৮০ বেত্রাঘাত করেন'।[৪৭] অন্য বর্ণনায় লাঠি ও কাঁচা খেজুর ডালের কথা এসেছে।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الآنَ وَهُوَ فِى الرِّحَالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ اضْرِبُوهُ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ

---

৪৬. *তিরমিযী হা/১৪৪৪; মিশকাত হা/৩৬১৭।*
৪৭. *বুখারী হা/৬৭৭৯; মিশকাত হা/৩৬১৬।*

ضَرَبَهُ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْمِيتَخَةِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ الْجَرِيدَةُ الرَّطْبَةُ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُرَابًا مِنَ الأَرْضِ فَرَمَى بِهِ فِى وَجْهِهِ-

'আব্দুর রহমান ইবন আযহার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সামনে সেই দৃশ্যটি এখনও স্পষ্ট, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর বাহনে আরোহণ করে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর বাহন তালাস করছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তিকে নবী করীম (ছাঃ)-এর সামনে আনা হয়, যে মদ পান করেছিল। তখন তিনি লোকদের বলেন, তোমরা তাকে প্রহার কর। একথা শুনে কেউ তাকে জুতা দিয়ে, কেউ তাকে লাঠি দিয়ে এবং কেউ খেজুরের ডাল দিয়ে প্রহার করতে থাকে। রাবী ইবনু ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, লোকেরা তাকে পাতাবিহীন খেজুরের ডাল দিয়ে প্রহার করে। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মুষ্টি মাটি নিয়ে ঐ ব্যক্তির মুখে নিক্ষেপ করেন'।[৪৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার এক মদ্যপায়ীকে আনা হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মারার জন্য আমাদের হুকুম দিলেন। তখন আমাদের মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ কাপড় দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে মারল। অতঃপর তিনি বললেন, ওকে তোমরা তিরষ্কার কর। তখন লোকেরা তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, مَا اتَّقَيْتَ اللهَ؟ مَا خَشِيْتَ اللهَ؟ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ 'তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না'? 'তুমি কি আল্লাহ্র শাস্তির ভয় পাও না'? 'আল্লাহ্র রাসূল থেকে কি তুমি লজ্জাবোধ কর না'? ইত্যাদি। অতঃপর যখন লোকটি ফিরে যাচ্ছিল, তখন এক ব্যক্তি বলে ফেলল, أَخْزَاكَ اللهُ 'আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন'! একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, لاَ تَقُولُوا هَكَذَا وَلاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ 'তোমরা এরূপ বলো না। তোমরা তার উপরে শয়তানকে সাহায্য করো না'। বরং তোমরা বল, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর'! 'হে আল্লাহ! তুমি

৪৮. *আবূদাঊদ হা/৪৪৮৭; মিশকাত হা/৩৬২০, সনদ হাসান।*

Contents

তাকে রহম কর'।[৪৯] অনুরূপ বারবার মদ্যপানের শাস্তিপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে জনৈক ব্যক্তি অভিসম্পাৎ করলে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, তোমরা ওকে অভিসম্পাৎ করো না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে'।[৫০]

এতে বুঝা যায় যে, ইসলামী দণ্ডবিধির লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তির নৈতিক সংশোধন। শাস্তিপ্রাপ্ত হ'লে এবং তওবা করলে ঐ ব্যক্তি নির্দোষ হিসাবে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহিত ব্যভিচারীকে 'রজম' অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার পর নিজে তার জানাযা পড়েছেন।[৫১]

পরকালীন শাস্তি : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الآخِرَةِ، 'প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই মদ এবং প্রত্যেক মাদকই হারাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিয়মিত মদ পান করে এবং তা থেকে তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, আখেরাতে সে ব্যক্তি তা পান করবে না'।[৫২] অর্থাৎ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِى الآخِرَةِ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করল। অথচ তওবা করল না। আখেরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত হ'ল'।[৫৩]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَّشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ، 'আল্লাহ ঐ

৪৯. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬২১; বুখারী, মিশকাত হা/৩৬২৬।*
৫০. *বুখারী, মিশকাত হা/৩৬২৫।*
৫১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহি, মিশকাত হা/৩৫৬০-৬১।*
৫২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮।*
৫৩. *বুখারী হা/৫৫৭৫; মুসলিম হা/২০০৩।*

ব্যক্তির জন্য ওয়াদাবদ্ধ যে ব্যক্তি নেশাকর বস্তু পান করে, তাকে তিনি 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কি বস্তু হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের দেহের ঘাম অথবা দেহনিঃসৃত রক্ত-পূঁজ'।[৫৪]

পক্ষান্তরে জান্নাতবাসীদের আপ্যায়নের জন্য যে সুরা পরিবেশন করা হবে, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ مَخْتُوْمٍ- خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِــيْ ذَلِــكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ- وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ- عَيْنًا يَشْــرَبُ بِهَــا الْمُقَرَّبُــوْنَ، 'তাদেরকে মোহরাংকিত বিশুদ্ধতম শরাব পান করানো হবে। যার মোহর হবে কস্তুরীর। অতএব প্রতিযোগীরা এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করুক। (শুধু তাই নয়) এতে মিশ্রণ থাকবে তাসনীমের। সেটা একটি ঝর্ণা, যা থেকে নৈকট্যশীল বান্দারা পান করবে'।[৫৫] ঐ শরাবের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُوْنَ- بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِيْنٍ- لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ 'তাদের সেবায় চলাচল করবে চির কিশোররা। গ্লাস ও জগ নিয়ে এবং ঝর্ণা নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে' সেই শরাব পানে কোন শিরঃপীড়া হবে না বা তারা জ্ঞানহারাও হবে না' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/১৭-১৯)*। অথচ মদখোর হতভাগারা দুনিয়ায় পচা মদ খেয়ে আখেরাতের বিশুদ্ধতম শরাব থেকে বঞ্চিত হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، 'যে ব্যক্তি একবার মদ পান করে, আল্লাহ ৪০ দিন পর্যন্ত তার ছালাত কবুল করেন না'।[৫৬] মদের পরিমাণ কম হৌক বা বেশী হৌক, তাতে নেশা হৌক বা না হৌক তাতে কোন আসে যায় না। উল্লেখ্য, মদে অভ্যস্ত যারা, তাদের অল্প মদে মাদকতা আসে না।

৫৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৯*।
৫৫. *মুত্বাফফেফীন ৮৩/২৫-২৮*।
৫৬. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৪৩-৪৪*।

অনুরূপভাবে অল্প তামাক ও ধূমপানে মাদকতা আসে না। কিন্তু এর ক্ষতিকর প্রভাব তার দেহে ঠিকই পড়ে। সেকারণ জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ 'যার বেশী পরিমাণ নেশা আনয়ন করে, তার অল্প পরিমাণও হারাম'।[৫৭]

মদের ব্যবসা হারাম : মদ পান করা যেমন হারাম তেমনি এর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ- 'যখন সূদ সম্পর্কিত সূরা বাক্বারার আয়াতসমূহ নাযিল হ'ল, তখন নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে গমন করলেন এবং লোকদেরকে সেসব আয়াত পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করে দিলেন'।[৫৮]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মদীনায় খুৎবা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে, 'হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা মদ নিষেধের ব্যাপারে পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছেন। হয়ত এ ব্যাপারে খুব শীঘ্রই কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করবেন। সুতরাং কারো নিকটে এর কিছু থাকলে সে যেন বিক্রি করে দেয় অথবা কাজে লাগায়'। রাবী বলেন, অল্প কিছুদিন পরেই রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা করলেন যে, إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ وَلاَ يَبِعْ. قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِيْ طَرِيْقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا. 'আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যার নিকট এই আয়াত পৌঁছে গেছে এবং তার কাছে এর কিছু অবশিষ্ট থাকে, সে যেন তা পান না করে এবং বিক্রি না করে'। রাবী

---

৫৭. *তিরমিযী, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫; বঙ্গানুবাদ হা/৩৪৭৮।*
৫৮. বুখারী হা/৪৫৯; মুসলিম হা/১৫৮০।

Contents

বলেন, অতঃপর যাদের নিকট মদ অবশিষ্ট ছিল তারা তা নিয়ে মদীনার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল এবং তা ঢেলে দিল।[৫৯]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (মদ হারাম হওয়ার পর) জনৈক ব্যক্তি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এক মশক মদ হাদিয়া হিসাবে নিয়ে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান না যে, আল্লাহ মদ হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল, না। অতঃপর সে এক ব্যক্তির সাথে কানে কানে কথা বলল। রাসূল (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে গোপনে কি বললে? সে বলল, আমি তাকে তা বিক্রি করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا 'যিনি তা পান করা হারাম করেছেন, তিনি এর বিক্রিও হারাম করে দিয়েছেন'। রাবী বলেন, অতঃপর লোকটি মশকের মুখ খুলে দিল এবং এর মধ্যে যা ছিল সব বের হয়ে গেল।[৬০] অর্থাৎ সমস্ত মদ ফেলে দিল।

সুতরাং মদ পান ও এর ব্যবসা থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক। অন্যথায় দুনিয়াতে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির পাশাপাশি আখেরাতে মর্মান্তিক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

জুয়া-লটারী : জুয়া হচ্ছে এমন খেলা যাতে আর্থিক লাভ বা লোকসান হয়ে থাকে। জাহেলী যুগের লোকেরা জুয়া খেলায় ভীষণ অভ্যস্ত ছিল। জুয়ার যে পদ্ধতি তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল তা হ'ল, তারা দশ জনে সমান টাকা দিয়ে একটা উট ক্রয় করত, সেই উটের গোশত ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য জুয়ার তীর ব্যবহার করা হ'ত। ১০টি তীরের ৭টিতে কম-বেশী করে বিভিন্ন অংশ লেখা থাকত এবং তিনটিতে কোন অংশই লেখা থাকত না। ফলে তিনজন কোন অংশ পেত না এবং অন্য সাত জন তাদের প্রচলিত নিয়মে কম-বেশী অংশ পেত। এভাবে তারা দশ জনের টাকায় কেনা উট সাত জনে ভাগ করে নিত।[৬১]

---

৫৯. মুসলিম হা/১৫৭৮।

৬০. মুসলিম হা/১৫৭৯, 'মদ বিক্রি হারাম' অনুচ্ছেদ।

৬১. মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, অনুবাদ: আব্দুল মালেক, যে সকল হারমকে মানুষ হালকা মনে করে (রাজশাহী: হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ২০১৩), পৃ: ৫৪।

লটারীর মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করাও হারাম। লটারীও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত *(মায়েদাহ ৫/৯১)*। লটারী বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, নির্দিষ্ট অংকের টাকা কিংবা দ্রব্য পুরস্কারের নামে প্রদানের বিনিময়ে নির্দিষ্ট নম্বরের কুপন বিক্রয় করা। নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রিত কুপনগুলির ড্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম যে নম্বরের কুপনটি ওঠে সে প্রথম পুরস্কার পায়। এভাবে ক্রমানুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক পুরস্কার প্রদান করা হয়। অধিকাংশই বঞ্চিত হয়। মূলতঃ লটারীর নামে কুপন বিক্রির টাকা দিয়েই পুরস্কারের আয়োজন করা হয়। এমনকি আয়োজকদের পকেটেও ঢুকে মোটা অংকের টাকা। এই ধরনের লটারী ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থও হারাম। কেননা লটারী ও জুয়া ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতারণা থেকে স্বীয় উম্মাতকে সাবধান করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى- 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্তূপীকৃত খাদ্যশস্যের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি স্তূপের ভিতরে হাত ঢুকালেন। এতে তাঁর আঙ্গুলগুলোতে ভিজা অনুভূত হ'ল। তিনি এর মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, হে খাদ্যশস্যের মালিক! এটা কি? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ভিজা অংশটি উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা দেখতে পেত? (সাবধান!) যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[৬২]

তবে নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা বা প্রয়োজনে লটারী করা জায়েয। যেমন ছালাতের জামা'আতে প্রথম কাতারের নেকী বেশী। বারা (রাঃ) বলেন, আমরা

৬২. মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০।

রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করতাম এবং তাঁর ডান দিকে দাঁড়াতে পসন্দ করতাম।[৬৩]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا– 'মানুষ যদি জানত আযানে এবং প্রথম কাতারে কি নেকী রয়েছে, আর লটারী ব্যতীত যদি এ সুযোগ লাভ করা সম্ভব না হ'ত, তাহ'লে তারা অবশ্যই এর জন্য লটারী করত। অনুরূপভাবে যোহরের ছালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায়ের কী ফযীলত রয়েছে তা যদি জানত, তাহ'লে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর এশা ও ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায়ের কী ফযীলত রয়েছে তা যদি জানত, তাহ'লে হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও তারা তাতে উপস্থিত হ'ত'।[৬৪]

সন্দেহজনক উপার্জন :

নিজ হাতের উপার্জনই সর্বোত্তম উপার্জন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، 'কারো জন্য নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আর নেই'।[৬৫] আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ، 'যখন ছালাত আদায় হয়ে যাবে, তখন তোমরা যমীনে বেরিয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তথা রিযিক অনুসন্ধান কর' *(জুম'আ ৬২/১০)*। ব্যবসা সম্মানজনক উপার্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম। অনেক নবী-রাসূলও ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কুরআনুল কারীমে এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে করেছেন হারাম' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

---

৬৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪৭, 'তাশাহুদ' অধ্যায়।
৬৪. বুখারী হা/৬১৫, মুসলিম হা/৪৩৭, মিশকাত হা/৬২৮, 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।
৬৫. বুখারী, মিশকাত হা/২৭৫৯।

ব্যবসায়ের পদ্ধতি, শর্তাবলী এবং হালাল-হারাম সবকিছুই সুস্পষ্ট। কিন্তু অধুনা এমন সব ব্যবসায়ের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার হালাল-হারাম হওয়ার বিষয়টি সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অনেক জ্ঞানীজনও বুঝতে পারেন না। বাহ্যত হালাল মনে হ'লেও বাস্তবে তা হালাল নয়। আবার এক্ষেত্রে সাইনবোর্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয় একশ্রেণীর নামী-দামী আলেমকে। যারা শুধু সম্মানী পেয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। বাস্তবে কী সর্বনাশ করছেন তা খতিয়ে দেখেন না। এ ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে- হালাল নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় ব্যবসায় সম্পৃক্ত না হওয়া। দেড় হাযার বছর আগেই রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন যাবতীয় অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকতে। নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ- 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট, আর উভয়ের মাঝে রয়েছে অনেক সন্দেহজনক বিষয়। যেগুলো (হালাল না হারাম সে বিষয়ে) অধিকাংশ মানুষই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করে চলল, সে তার দ্বীন ও সম্মান সংরক্ষণ করল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বস্তুতে লিপ্ত হ'ল, সে হারামে লিপ্ত হ'ল। যেমন যে রাখাল তার পশুপালকে (নিষিদ্ধ এলাকার) সীমানার নিকটে চরাবে, এতে হয়ত তার পশু নিষিদ্ধ এলাকায় মুখ ঢুকিয়ে দিবে (অর্থাৎ ফসল খেয়ে ফেলবে)'।[৬৬] সন্দিগ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করা সম্পর্কে হাসান বিন আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ

৬৬. বুখারী হা/৫২; তিরমিযী হা/১২৪৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১১৯; মিশকাত হা/২৭৬২, ঐ, বঙ্গানুবাদ ৬/২ পৃঃ হা/২৬৪২।

طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَـــةٌ– 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হ'তে এই কথাটি ভালভাবে মুখস্থ রেখেছি যে, (তিনি বলেছেন) সন্দিগ্ধ বিষয় ছেড়ে দাও এবং সন্দেহমুক্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত হও। নিঃসন্দেহে সত্যবাদিতায় রয়েছে প্রশান্তি ও মিথ্যায় আছে সন্দেহ'।[৬৭]

রাসূল (ছাঃ) সন্দেহজনক বিষয় থেকে সর্বাধিক দূরে থাকতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, একবার পথ অতিক্রমকালে রাস্তায় পড়ে থাকা একটি খেজুর দেখে তিনি বললেন, لَوْلاَ أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا– 'যদি এটি ছাদাক্বার খেজুর বলে সন্দেহ না হ'ত, তবে তা আমি খেতাম'।[৬৮] আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنِّيْ لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِيْ فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَأُلْقِيَهَا– 'আমি আমার ঘরে ফিরে যাই। অতঃপর আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি, খাওয়ার জন্য তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত তা ছাদাক্বার খেজুর হবে। অতঃপর তা আমি রেখে দেই'।[৬৯] উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য ছাদাক্বা গ্রহণ বৈধ ছিল না।

রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণও সন্দেহ ও অস্পষ্ট বিষয় থেকে দূরে থাকতেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুবকর (রাঃ)-এর একজন ক্রীতদাস ছিল।... একদিন সে কিছু খাবার নিয়ে আসল এবং তিনি তা থেকে আহার করলেন। অতঃপর গোলাম বলল, আপনি জানেন কি তা কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে, যা আপনি খেয়েছেন? তিনি বললেন, এটা কি? অর্থাৎ কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে? গোলাম বলল, আমি জাহেলী যুগে এক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গণনা করে দিয়েছিলাম। আর ভবিষ্যৎ গণনা করা আমার ভালভাবে জানা ছিল না। তবুও প্রতারণামূলকভাবে আমি এটি করেছিলাম। (কিন্তু

---

৬৭. তিরমিযী হা/২৫১৮; নাসাঈ হা/৫৭১১; মিশকাত হা/২৭৭৩।
৬৮. বুখারী হা/২০৫৫, ঐ বঙ্গানুবাদ ইফাবা হা/১৯২৭; মুসলিম হা/১০৭১।
৬৯. বুখারী হা/২৪৩২, ঐ বঙ্গানুবাদ ইফাবা হা/২২৭০; মুসলিম হা/১০৭০।

ভাগ্যচক্রে আমার গণনা সঠিক হয়ে যায়) ফলে আমার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটলে ঐ গণনার বিনিময়ে সে আমাকে হাদিয়া স্বরূপ এগুলি প্রদান করে, যা আপনি আহার করলেন। আবূবকর (রাঃ) এ কথা শুনামাত্র মুখের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে দিলেন এবং পাকস্থলীর মধ্যে যা কিছু ছিল সব বের করে দিলেন'।[৭০]

রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সন্দেহজনক বস্তুর ক্ষেত্রে এরূপ কঠোরতা সত্ত্বেও আজ আমরা অন্ধ। হালাল-হারামের কোনরূপ বাছ-বিচার না করেই যা খুশী তাই দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করে চলেছি। যেকোন উপায়ে দুনিয়া উপার্জনই যেন মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুনিয়া লাভের প্রতিযোগিতায় যেন সকলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাই তো রাসূল (ছাঃ) আক্ষেপ করে বলেছেন, لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَـــابَ، 'যদি আদম সন্তানকে এক ময়দান ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয়, তাহ'লে সে দুই ময়দান ভর্তি স্বর্ণের আকাঙ্ক্ষা করবে। আর তার মুখ কখনোই ভরবে না মাটি ব্যতীত (অর্থাৎ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত)। বস্তুতঃ আল্লাহ তওবাকারীর তওবা কবুল করে থাকেন'।[৭১] অন্যত্র তিনি বলেন, يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَـــانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، 'মানুষের নিকটে এমন এক যুগ আসবে, যখন কেউ পরোয়া করবে না যে, সে কি গ্রহণ করছে বা উপার্জন করছে, তা কি হালাল উপায়ে, নাকি হারাম উপায়ে?'।[৭২]

অতএব পরলোকে প্রশান্তি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আমাদেরকে উপার্জনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সংযমী হ'তে হবে। ব্যবসায়ে সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। লোভ সংবরণ করতে হবে এবং দূরে থাকতে হবে যাবতীয় অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত উপার্জন থেকে। মনের অজান্তেও যদি হারাম গলধঃকরণ হয়ে যায়,

---

৭০. বুখারী হা/৩৮৪২; ঐ, বঙ্গানুবাদ ইফাবা. হা/৩৫৬৪।
৭১. বুখারী হা/৬৪৩৯; মুসলিম হা/১০৪৮; মিশকাত হা/৫২৭৩।
৭২. বুখারী হা/২০৫৯; মিশকাত হা/২৭৬১, ঐ বঙ্গানুবাদ ৬/২, হা/২৬৪১।

সেকারণে হয়ত জান্নাতে প্রবেশ দুঃসাধ্য হয়ে যেতে পারে। এই ভীতি সবসময় হৃদয়ে লালন করতে হবে। উপার্জনের কোন অংশ সন্দেহযুক্ত হয় কি-না, তা সঠিকভাবে খেয়াল করতে হবে।

জবরদখলের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ :

মানুষ যখন ক্ষমতার দাপটে ও অর্থের মোহে অন্ধ হয়ে যায় এবং আল্লাহ ভীতি ও আখেরাতের চিন্তা মন-মগজ থেকে উঠে যায় তখন সে তার পেশীশক্তিবলে অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করে। অন্যায়ভাবে মানুষের জায়গা-জমি, বাড়ী-গাড়ি, দোকান-পাট ইত্যাদি দখল করে নেয়। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নির্যাতনী নীতি প্রয়োগ করে ক্ষমতাধররা সমাজের দুর্বল ও অসহায় বনু আদমের উপর যুলমের খড়গ চাপিয়ে সহায় সম্পদ সব লুটে নেয়। সমাজের এই ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি করারও ক্ষমতা সাধারণ মানুষের নেই। ক্ষমতার ছত্রছায়ায় এরা যখন যা খুশী তাই করে। অথচ অন্যায়ভাবে কারো জমি বা অন্য কিছু জবরদখলের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ، 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ যমীন জোর করে দখল করে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক পরিমাণ যমীন বেড়িরূপে পরিয়ে দেওয়া হবে'।[৭৩] সালেম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ، 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির কিয়দংশ জবরদখল করে নিবে, ক্বিয়ামতের দিন এজন্য তাকে সপ্ত যমীন পর্যন্ত পুঁতে দেওয়া হবে'।[৭৪]

অন্য হাদীছে আছে, ইয়া'লা ইবনে মুররাহ হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ

৭৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।
৭৪. বুখারী হা/২৪৫৪, ৩১৯৬; মিশকাত হা/২৯৫৮।

Contents

آخِرَ سَبْعِ أَرَضِيْنَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ– 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জবরদখল করবে আল্লাহ তাকে যমীনের সপ্ত স্তর পর্যন্ত তা খনন করতে বাধ্য করবেন। অতঃপর ক্বিয়ামত দিবসে তা তার গলায় বেড়ী করে রাখা হবে, যে পর্যন্ত না মানুষের মাঝে বিচারকার্য শেষ হয়'।[৭৫]

এমনকি জমির নিশানা বা সীমানা চিহ্ন পরিবর্তন করে জমি বড় করাকেও হাদীছে চুরি বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ، 'যে ব্যক্তি জমির নিশানা বা আইল চুরি করে আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত করেন'।[৭৬] অন্য বর্ণনায় আছে لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ، 'যে ব্যক্তি জমির নিশানা বা আইল পরিবর্তন করে আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত করেন'।[৭৭]

ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় দু'ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে একটি ভূমি সম্পর্কে বিচার প্রার্থনা করল। তন্মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জাহেলী যুগে এই ব্যক্তি আমার ভূমি জবরদখল করে নিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, বিচার প্রার্থী ছিল ইমরুল কায়েস বিন 'আবেস আল-কিন্দী আর বিবাদী ছিল রাবী'আ বিন 'ইবদান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাদীকে বললেন, তোমার সাক্ষী পেশ কর। সে বলল, আমার কোন সাক্ষী নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে বিবাদী থেকে কসম নেয়া হবে। লোকটি বলল, তবে তো সে মিথ্যা কসম করে সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার কাছ থেকে তোমার এতটুকুই প্রাপ্য। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর যখন সে শপথ করার জন্য প্রস্তুত হ'ল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ 'যে ব্যক্তি

৭৫. আহমাদ হা/১৮০৩৭; ছহীহাহ হা/২৪০।
৭৬. মুসলিম হা/১৯৭৮; মিশকাত হা/৪০৭০।
৭৭. মুসলিম হা/১৯৭৮; নাসাঈ হা/৪৪৪২; মিশকাত হা/৪০৭০।

অন্যায়ভাবে সম্পত্তি গ্রাস করবে, সে আল্লাহ্‌র কাছে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন'।[৭৮]

অপরদিকে সমাজে এমন অনেক দাপুটে ব্যক্তি আছেন, যারা বিনা নোটিশে বা বিনা অনুমতিতে জোর করে অন্যের জমিতে লাঙ্গল দেন। অর্থাৎ চাষাবাদ করেন। এটিও মারাত্মক যুলুম। এভাবে বিনা অনুমতিতে কারো জমিতে চাষাবাদ করা বৈধ নয়। এরূপ ক্ষেত্রে শরী'আতের ফায়ছালা হচ্ছে- ঐ ব্যক্তি জোর করে চাষাবাদকৃত জমির ফসলের কোন অংশ পাবে না, কেবলমাত্র চাষাবাদের খরচ ব্যতীত। রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ زَرَعَ فِىْ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ، 'যে ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া কোন সম্প্রদায়ের জমিতে কৃষিকাজ করে, তার জন্য কৃষির কোন অংশ নেই। সে তার খরচ পাবে মাত্র'।[৭৯] এ ধরনের কর্মকে ঠিক চুরি বলা যায় না। ডাকাতিও নয়। বরং আরও জঘন্য। চোখের সামনে এভাবে ক্ষমতা দেখিয়ে দখল করে নিজের সম্পদের ন্যায় ভোগ করাটা সন্ত্রাসী কর্ম ছাড়া আর কিইবা হ'তে পারে।

প্রিয় পাঠক! এভাবে জবরদখল করে সম্পদের মালিক হয়ে দুনিয়াতে ধনী হওয়া যায় বটে, কিন্তু আখেরাতে হ'তে হবে নিঃস্ব। কেননা আল্লাহ্‌র অধিকার বা 'হাক্কুল্লাহ' ক্ষুণ্ন হ'লে আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু 'হাক্কুল ইবাদ' বা বান্দার হক বিনষ্ট হ'লে তিনি ক্ষমা করবেন না। বান্দার নিকট থেকেই ক্ষমা নিতে হবে। বান্দা ক্ষমা না করলে ক্বিয়ামতের দিন নিজের নেকী দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِىْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا

---

৭৮. মুসলিম হা/১৩৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ ইফাবা হা/২৫৮ 'ঈমান' অধ্যায়; আহমাদ হা/১৮৮৮৩।
৭৯. আবূদাঊদ হা/৩৪০৩; ইবনু মাজাহ হা/২৪৬৬; তিরমিযী হা/১৩৬৬; মিশকাত হা/২৯৭৯।

وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ،

‘তোমরা কি বলতে পার, নিঃস্ব বা দরিদ্র কে? ছাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও আসবাবপত্র (ধন-সম্পদ) নেই সেই তো নিঃস্ব। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি প্রকৃত নিঃস্ব, যে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত (নেকী) নিয়ে উপস্থিত হবে। সাথে ঐসব লোকেরাও আসবে, যাদের কাউকে (দুনিয়াতে) সে গালি দিয়েছে, কারো উপরে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ জবরদখল করেছে, কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। এরপর পাওনাদারদেরকে একে একে তার নেকী থেকে প্রদান করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তখন ঐসব লোকদের পাপসমূহ তার উপর চাঁপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।[৮০]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَىْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، ‘যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রতি যুলুম করে তার সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন তার নিকটে দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। সেদিন যদি তার কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মযলূম ব্যক্তির পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে’।[৮১]

৮০. মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭।
৮১. বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬।

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ :

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ আখেরাতে ব্যক্তির জন্য বড়ই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা এসবই 'হাক্কুল ইবাদ' বা বান্দার হক, যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এতে মালিকের অগোচরে, মালিককে ঠকিয়ে সম্পদ হরণ করা হয়। কখনো জোর-জবরদস্তি করে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হয়। অথচ এ থেকে আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্তভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না' *(নিসা ৪/২৯,৩০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*।

চুরি করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।[৮২] যা তওবা ব্যতীত মাফ হবে না। চোরের দুনিয়াবী শাস্তি হচ্ছে হাত কেটে দেওয়া। আল্লাহ বলেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، 'চোর পুরুষ হৌক নারী হৌক তার হাত কেটে দাও তার কৃতকর্মের শাস্তি হিসাবে। আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এটাই তার শাস্তি। আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও মহা প্রজ্ঞাময়' *(মায়েদা ৫/৩৮)*। আর তা বাস্তবায়ন করবে দেশের দায়িত্বশীল সরকার, বিচ্ছিন্নভাবে কোন ব্যক্তি নয়। এক্ষেত্রে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। মন্ত্রী-এমপির পুত্র বা ক্ষমতাসীনদের কেউ চুরি করলে ক্ষমা করা হবে, আর অন্য কেউ করলে শাস্তি পাবে। এই দ্বিমুখী বিধান ইসলামের নয়। ইসলামের বিধান সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব কারো মধ্যে কোন তারতম্য নেই। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)

---

৮২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮।

হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাখযূম গোত্রের এক মহিলা চোরের ঘটনা কুরাইশদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলল। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল যে, এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয়তম ওসামা বিন যায়েদ (রাঃ) এ ব্যাপারে আলোচনার সাহস করতে পারেন। অতঃপর ওসামা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এ বিষয়ে কথা বললেন। রাসূল (ছাঃ) তখন তাকে বললেন, أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، 'তুমি কি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার (লঙ্ঘনকারিণীর সাজা মওকূফের) ব্যাপারে সুপারিশ করছ'? অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিলেন। খুৎবায় জনগণের উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا- 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন অসহায় গরীব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার উপর হদ (বিধান) জারী করত। আল্লাহ্র কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তাহ'লে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম'।[৮৩]

আমাদের সমাজে চুরির অনেক রকমফের রয়েছে। ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন চুরি করা হয় তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ, সংস্থা বা সংগঠনের সম্পদ, সরকারী সম্পদ ও দায়িত্বশীল কর্তৃক জনগণের সম্পদও চুরি করা হয়। সেটি বৃহত্তর অর্থে 'পুকুর চুরি'ও হ'তে পারে, সামান্য কম্বল চুরিও হ'তে পারে। অনেকে সামান্য চুরিকে কিছুই মনে করেন না। ভাবেন এ আর তেমন কী? অথচ রাসূল (ছাঃ) একটি ডিম চুরির জন্যও অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেন, لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ- 'ঐ চোরের উপর আল্লাহ্র লা'নত, যে একটি ডিম চুরি করার ফলে তার হাত কাটা হয়

৮৩. বুখারী হা/৪৩০৪; মুসলিম হা/১৬৮৮।

এবং একটা রশি চুরি করার ফলে তার হাত কাটা হয়'।[৮৪] একবার ছাফওয়ান বিন উমাইয়া মদীনায় আগমন করলেন এবং নিজ চাদরটি বালিশ স্বরূপ মাথার নিচে রেখে মসজিদের ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় এক চোর এসে চাদরটি তুলে নিল। ছাফওয়ান তাকে ধরে ফেললেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে আসলেন। রাসূল (ছাঃ) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। তখন ছাফওয়ান বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি তাকে এজন্য আনিনি যে, আপনি তার হাত কেটে দিবেন। আমি চাদরটি তাকে ছাদাক্বা করে দিয়েছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার নিকটে আনার পূর্বে ছাদাক্বা করলে না কেন?'।[৮৫]

খায়বর যুদ্ধের দিন মুত্যুবরণকারী জনৈক ছাহাবীর থলেতে সামান্য দুই দিরহাম মূল্যের গণীমতের একটি হার পাওয়ায় রাসূল (ছাঃ) তার জানাযা পড়েননি।[৮৬] রাসূল (ছাঃ) বলেন, '(জুতার) একটি ফিতা বা দু'টি ফিতাও জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে'।[৮৭] আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, কারকারাহ নামক এক ব্যক্তি যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর আসবাবপত্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে মারা গেলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী। এ কথা শুনে লোকেরা তার মাল-সামানা তল্লাশী করে দেখতে পেল যে, সে গণীমতের মাল হ'তে একটি জুব্বা আত্মসাৎ করেছে'।[৮৮] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খায়বর যুদ্ধের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর কয়েকজন ছাহাবী এসে নিহত মুসলমানদের বর্ণনা দিতে লাগলেন এবং বললেন, অমুক শহীদ হয়েছে, অমুক শহীদ হয়েছে। অবশেষে তারা আরো এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, অমুক শহীদ হয়েছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, كَلاَّ إِنِّىْ رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِىْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ، 'কখনোই না। আমি তাকে একটি কম্বল অথবা একটি

৮৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৯২।
৮৫. আবূদাঊদ হা/৪৩৯৪; ইবনু মাজাহ হা/২৫৯৫; মিশকাত হা/৩৫৯৮, সনদ ছহীহ।
৮৬. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৮৫৩; মিশকাত হা/৪০১১।
৮৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৯৭।
৮৮. বুখারী হা/৩০৭৪; মিশকাত হা/৩৯৯৮।

জুব্বা গণীমতের মাল হ'তে খেয়ানতের কারণে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হ'তে দেখেছি'। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বললেন, হে খাত্ত্বাবের পুত্র! লোকদেরকে তিন তিনবার ঘোষণা শুনিয়ে দাও যে, لاَ يَـــدْخُلُ الْجَنَّـــةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُوْنَ، 'মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৮৯]

উক্ত হাদীছ সমূহ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, চুরির মাল যত সামান্যই হৌক না কেন, তা হকদারের নিকটে ফিরিয়ে দিয়ে আল্লাহ্র নিকটে খালেছ তওবা না করলে হয়ত এই সামান্য মালই তার আখেরাতের অনন্ত জীবনে জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে যাবে। অতএব আসুন! আমরা অতীত জীবনের কথা স্মরণ করি। বুদ্ধিমান মুমিন দুনিয়ার চিন্তা করে না বরং আখেরাতের চিন্তা করে। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন-আমীন!

ব্যয়-বণ্টনে সীমালংঘন :

সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলামে যেমন নীতিমালা রয়েছে, তেমনি তার ব্যয়-বণ্টনেরও সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। যেগুলো লংঘন করলে কঠিন পরিণাম ভোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কতিপয় সীমালংঘনের দিক নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

কৃপণতা করা :

সমাজে এমন কিছু লোক আছে, যাদের অঢেল টাকা-পয়সা থাকলেও কৃপণতা তাদের পিছু ছাড়ে না। ফরয যাকাত তো দূরে থাক সায়েল (ভিক্ষুক) কাতর কণ্ঠে কিছু চাইলেও তাদের হৃদয়ে সামান্যতম আঁচড় কাটে না। দূর দূর করে বরং তাড়িয়ে দেয়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ 'আর সাহায্য প্রার্থীকে ধমকাবে না' *(যোহা ৯৩/১০)*। কৃপণদের কঠিন শাস্তি উল্লেখ করে তিনি বলেন, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى– 'যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে

---

৮৯. মুসলিম হা/১১৪; মিশকাত হা/৫০।

মিথ্যা মনে করে, অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দিব' *(লায়ল ৯২/৮-১০)*। অর্থাৎ জাহান্নামের জন্য সহজ করে দিব।

পূর্ববর্তী আয়াতে জান্নাতী বান্দাদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা শেষে আলোচ্য আয়াতে জাহান্নামীদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক- তারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার বিষয়ে কৃপণতা করবে। দুই- আল্লাহ্র অবাধ্যতায় বেপরওয়া হবে এবং তিন- তাওহীদের কালেমায় মিথ্যারোপ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীর অবাধ্যতা করবে। তাদের জন্য কঠিন পথ অর্থাৎ জাহান্নামের পথ সহজ করে দেয়া হবে।[৯০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'যারা অন্তরের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(তাগাবুন ৬৪/১৬; হাশর ৫৯/৯)*।

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ 'তোমরা যুলম করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা যুলম ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকারে পরিণত হবে। আর কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। (এই কৃপণতাই) তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল। ফলে তারা নিজেদের মধ্যে রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং তাদের উপর হারামকৃত বস্তুসমূহ হালাল করে নিয়েছিল'।[৯১]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخَلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا 'তোমরা কৃপণতা হ'তে বেঁচে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ধ্বংস করেছে। সে তাদের কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা তা করেছে। তাদের

---

৯০. তাফসীরুল কুরআন, ৩০ তম পারা, পৃ: ৩৩১।
৯১. মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা তা করেছে। তাদের পাপ করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা তা করেছে'।[৯২] অর্থাৎ কৃপণতার কারণে সে ছাদাক্বা করতে পারেনি; পয়সা খরচ হওয়ার ভয়ে সে আত্মীয়দের হক যথাযথভাবে আদায় করতে পারেনি; সম্পদের মায়া করে সে সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করতে পারেনি। যে কৃপণতা পূববর্তী জাতিকে ধ্বংস করেছে, তা কি আমাদের ছেড়ে দিবে? অতএব আসুন! আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করা থেকে বিরত হই।

ওশর-যাকাত প্রদান না করা :

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যাকাত। সম্পদশালীদের উপর এটি ফরয বিধান। নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হ'লে প্রতিবছর নির্ধারিত হারে যাকাত বের করতে হয় এবং সুনির্দিষ্ট খাতগুলিতে বণ্টন করতে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর ছাদাক্বা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হ'তে গ্রহণ করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে'।[৯৩]

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ শাস্তির কথা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ– 'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে, তা থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। সেদিন ঐগুলোকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তদ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে (আর বলা হবে,) এটা সেই মাল, যা তোমরা

---

৯২. আবূদাঊদ হা/১৬৯৮; আহমাদ হা/৬৭৯২ সনদ ছহীহ।
৯৩. বুখারী হা/১৩৯৫; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২।

নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। অতএব তোমরা এর স্বাদ আস্বাদন কর' *(তওবা ৯/৩৪-৩৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ، يَعْنِى شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

'আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত দেয়নি, ক্বিয়ামতের দিন তার সমস্ত মাল মাথায় টাক পড়া সাপের আকৃতি ধারণ করবে। যার চোখের উপর দু'টি কালো চক্র থাকবে। ঐ সাপটি তার গলা পেচিয়ে ধরে শাস্তি দিতে থাকবে আর বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন, 'আল্লাহ যাদেরকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু তারা কৃপণতা করল, তারা যেন ধারণা না করে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং এটি তাদের জন্য ক্ষতিকর। ক্বিয়ামতের দিন ঐ মালকে বেড়ি আকারে তার গলায় পরানো হবে'।[৯৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক অথচ তার হক (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তা আগুনের পাত্ররূপে পেশ করা হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা গরম করে তার কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে সেক দেয়া হবে। যখন উহা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় গরম করা হবে। এ অবস্থা ক্বিয়ামতের পুরো দিন চলতে থাকবে, যার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান হবে। অতঃপর বান্দাদের মাঝে বিচার করা হবে, তখন সে দেখবে তার পথ কি জান্নাতের দিকে, না জাহান্নামের দিকে'।[৯৫]

---

৯৪. আলে ইমরান ১৮০; বুখারী, মিশকাত হা/১৭৭৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮২ 'যাকাত' অধ্যায়।
৯৫. মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮১ 'যাকাত' অধ্যায়।

Contents

অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَّجُلٍ يَّكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَّ يُؤَدِّيْ حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا يَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ-

আবু যার (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তির উট, গরু, ছাগল বা ভেড়া থাকবে, অথচ সে উহার হক আদায় করবে না (অর্থাৎ যাকাত দিবে না), ক্বিয়ামতের দিন ঐগুলোকে তার নিকট অতি বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। ঐগুলো দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে নিজেদের ক্ষুর দ্বারা এবং আঘাত করতে থাকবে এদের শিং দ্বারা। যখনই এদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা শেষ হবে'।[৯৬] আসলে যারা যাকাত আদায় করে না তারা সম্পদের অহংকারে ফুলে-ফেঁপে থাকে। কারূণী স্বভাব তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারা মনে করতে থাকে তাদের নিজস্ব বুদ্ধিমত্তায় তারা সম্পদের মালিক হয়েছে। কুরআন-হাদীছের এরূপ ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা শ্রবণেও কি তাদের হুঁশ ফিরবে না?

উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন না করা :

ব্যয়-বণ্টনে সীমালংঘনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন না করা। বড় ভাই কর্তৃক ছোট ভাইকে সঠিকভাবে সম্পদের ভাগ না দেয়া, আবার যার শক্তি-দাপট বেশী তার পক্ষ থেকে দুর্বল ভাইকে বঞ্চিত করা। বিশেষ করে পিতার মৃত্যুর পর বোনদেরকে কোন অংশ না দেওয়া। সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিজেরা ভোগ করা। বোনদের পক্ষ থেকে দাবী করা হ'লে বরং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া বা তাদেরকে এমন কথা শুনিয়ে

---

৯৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৬৮৩; তাহক্বীক্ব তিরমিযী হা/৬১৭।

দেওয়া যে, পিতার অংশ নিয়ে কি চিরতরে সম্পর্ক শেষ করে দিতে চাচ্ছ? আর কি কখনো বেড়াতে আসবে না? অর্থাৎ পিতার অনুপস্থিতিতে ভাইদের বাড়ীতে বেড়ানোর অযুহাত দিয়ে ভাই তার বোনকে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে অথবা অল্প কিছু দিয়ে বুঝ দেয়। অথচ এ বিষয়ে কুরআন সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، 'পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ রয়েছে, কম হৌক বা বেশী হৌক। এ অংশ সুনির্ধারিত' *(নিসা ৪/৭)*।

আরো স্পষ্টভাবে আল্লাহ বলেন,

يُوْصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا-

'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের) ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। যদি তারা দুইয়ের অধিক কন্যা হয়, তাহ'লে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি কেবল একজনই কন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে, যদি মৃতের কোন পুত্র সন্তান থাকে। আর যদি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তাহ'লে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত

পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১১)*।

এভাবে সূরা নিসার বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উত্তরাধিকার সম্পদের বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। মূলতঃ মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের সাথে চারটি হক জড়িত। ১- তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা। ২- তার ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা। ৩- অছিয়ত থাকলে তা পূরণ করা ও ৪- উত্তরাধিকারদের মধ্যে শরী'আত নির্ধারিত পন্থায় অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টন করে দেয়া। এগুলো লংঘন করা কুরআনী বিধান লংঘন করার শামিল। যার পরিণতি অত্যন্ত ভায়াবহ। আল্লাহ বলেন, تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيْنٌ– 'এগুলি হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ'ল মহা সফলতা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৩-১৪)*।

তাছাড়া উত্তরাধিকার সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন না করে আত্মসাৎ করা হ'লে এতে 'হাক্কুল ইবাদ' বা বান্দার হক নষ্ট করা হয়। যা কখনো আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। দুনিয়াতে এর কোন বিহিত না করলে আখেরাতে নেকী দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، 'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের

সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*।

পাঠক! দেখুন, ভাই-বোনের রক্ত সম্পর্ককে শয়তান চোরাগলি দিয়ে ঢুকে কিভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। শয়তানের ধোঁকা আর ষড়যন্ত্র আমরা বুঝতে পারছি না। দুনিয়ায় কিছু সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আমরা আখেরাত নষ্ট করছি। হ'তে পারে হকদারকে এভাবে ঠকানোর কারণে পরিবারে রোগ-বালাই, বিপদ-আপদ লেগেই থাকবে। তখন এক বিপদ দূর করতেই বহু টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে। অপরদিকে হ'তে পারে সঠিকভাবে বণ্টনের কারণে দুনিয়াতে আল্লাহ আমাদের ও আমাদের সন্তানদের বালা-মুছীবত দূর করে দিবেন, আমাদের উপর আরো বেশী দয়া করবেন এবং খুশী হয়ে তিনি আমাদের সম্পদ আরো অনেকগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন। তাই আসুন! আল্লাহ্র ফায়ছালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেই। এর মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে।

পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ না করা :

দুনিয়াবী প্রয়োজনে মানুষ মানুষের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। প্রয়োজন পূরণ হ'লে তা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও দু'টি শ্রেণী রয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষ ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধের মানসিকতা নিয়ে। আরেক শ্রেণীর মানুষ ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ না করার মানসিকতা নিয়ে। অপরদিকে বিপদগ্রস্ত হয়ে কেউ ঋণ করে। আবার কেউ প্রাচুর্যশীল হওয়ার জন্য ঋণ করে। আবার কেউবা প্রতিবেশী বা অন্য কোন পরিচিতজনের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে গাড়ী, বাড়ী ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ করে। ঋণ গ্রহণ যেন আজকাল অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ঋণ পরিশোধ না করার পরিণতি সম্পর্কে আমরা যেন মোটেই ওয়াকেফহাল নই।

অথচ ইসলামে ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ، 'যে ব্যক্তি পরিশোধের নিয়তে মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ

করে দেন। আর যে তা বিনষ্ট করার নিয়তে গ্রহণ করে থাকে, আল্লাহ তাকে বিনষ্ট করে দেন'।[৯৭] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঋণ পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজের নেকী থেকে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে'।[৯৮] নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয় তার ঋণের কারণে, যতক্ষণ না তার পক্ষ হ'তে ঋণ পরিশোধ করা হয়'।[৯৯] অন্যত্র তিনি বলেন,

سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أَنْزَلَ مِنَ التَّشْدِيْدِ فِي الدَّيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ

'সুবহা-নাল্লাহ! ঋণ প্রসঙ্গে কী কঠোর বাণীই না আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন। যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, ঋণগ্রস্ত অবস্থায় কেউ যদি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় তারপর জীবিত হয়, তারপর শহীদ হয়, তারপর জীবিত হয়, তারপর আবার শহীদ হয় তবুও ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'।[১০০]

সুতরাং আমাদের উচিত আখেরাতে মুক্তির স্বার্থে ঋণ পরিশোদের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে যাওয়া এবং মহান আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করা। ঋণমুক্তির দো'আ হচ্ছে *'আল্লা-হুম্মাক্ফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফায্লিকা 'আম্মান সিওয়া-কা'।* অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করুন!' রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আর ফলে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন'।[১০১] উল্লেখ্য যে, কোনভাবেই ঋণ পরিশোধ সম্ভব না হ'লে ঋণ

---

৯৭. বুখারী, মিশকাত হ/২৯১০।
৯৮. বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬।
৯৯. তিরমিযী হা/১০৭৮; মিশকাত হা/২৯১৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৭৯।
১০০. নাসাঈ হা/৪৬৮৪; ছহীহুল জামে হা/৩৬০০।
১০১. তিরমিযী হা/৩৫৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯; ছহীহাহ হা/২৬৬।

দাতার নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে অথবা দায়িত্বশীল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠনের শরণাপন্ন হয়ে ঋণ মওকূফ বা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনভাবেই ঋণ এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

আল্লাহ মানুষকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে পরীক্ষা করেন, মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় কি-না, সে বেপরোয়া হয় কি-না, আয়-রোযগার ও ব্যয়-বণ্টনে সীমালংঘন করে কি-না? তা দেখার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অধিকাংশ মানুষই আজ এ বিষয়ে যারপরনাই উদাসীন। দুনিয়া লাভে এতটাই ব্যস্ত যে, এগুলি ভাববারও যেন তার কোন অবকাশ নেই। অথচ ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের এক কদম নড়ানোরও ক্ষমতা হবে না। তারমধ্যে দু'টি হ'ল, 'কোন পথে সম্পদ উপার্জন করেছে এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছে'।[১০২] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে দেহ হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে'।[১০৩]

অতএব আমাদের সকলের দায়িত্ব নিজেদের আয়ের উৎসগুলো খতিয়ে দেখা। যদি হারাম আয় থাকে তবে অতিসত্তর হারাম আয়ের উৎস বন্ধ করে আল্লাহ্র কাছে তওবা করা এবং হালাল উপার্জনে প্রবৃত্ত হওয়া। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন।-আমীন!!

১০২. তিরিমিযী হা/২৪১৬।

১০৩. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হ/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯।

২য় অধ্যায়

গরীব ও দুর্বলশ্রেণীর মর্যাদা

পার্থিব দৃষ্টিকোণে সহায়-সম্পদ মর্যাদার কারণ হ'লেও আখেরাতের বিচারে তা মর্যাদার বিষয় নয়। জান্নাত পিয়াসী মুমিন তাই সম্পদপূজারী হ'তে পারে না। পার্থিব মোহে সে মোহাচ্ছন্ন হয় না। কেননা মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ، 'হে মানব জাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। আর সেই প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না করে' *(ফাতির ৩৫/৫)*। সম্মান বা মর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে তাক্বওয়া *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে সমবেত ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلَى أَعْجَمِىٍّ وَلاَ لِعَجَمِىٍّ عَلَى عَرَبِىٍّ وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى، 'হে লোক সকল! জেনে রেখো! নিশ্চয়ই তোমাদের রব (আল্লাহ) এক এবং তোমাদের পিতা (আদম) এক। অতএব কোন অনারবী ব্যক্তির উপরে আরবী ব্যক্তির প্রাধান্য নেই। অনুরূপভাবে কোন আরবী ব্যক্তির উপরেও অনারবী ব্যক্তির, কালো বর্ণের উপরে লাল বর্ণের ও লাল বর্ণের উপরে কালো বর্ণের লোকের কোনই প্রাধান্য নেই, কেবলমাত্র তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা ব্যতীত'।[১০৪]

সাহল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাঁর নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে লোকটি চলে গেল তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? সে বলল, তিনি তো সম্ভ্রান্ত লোকদের একজন। আল্লাহ্র কসম

১০৪. আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০০।

তিনি এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যদি তিনি কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন তার সাথে বিবাহ দেওয়া হবে। আর যদি কারো সম্পর্কে সুপারিশ করেন, তখন তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন কিছু সময় চুপ থাকলেন। অতঃপর আরেকজন ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? সে বলল, এই ব্যক্তি তো গরীব মুসলমানদের একজন। সে এমন ব্যক্তি যে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারো জন্য সুপারিশ করলেও তা কবুল করা হবে না। এমনকি সে কোন কথা বললেও তা শ্রবণ করা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি দুনিয়া ভর্তি ঐ ব্যক্তির (পূর্ববর্তী) চাইতে উত্তম'।[১০৫]

সুতরাং সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল আমলহীন সুদর্শন ফাসিক ব্যক্তি নয় বরং তাক্বওয়াশীল আমলে ছালেহ সম্পাদনকারী ব্যক্তির মর্যাদাই আল্লাহ্‌র নিকটে বেশী, হ'তে পারে সে গরীব কিংবা ধনী।

গরীব ও মিসকীনদের ভালবাসতে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ :

অধিকাংশ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে গরীব-মিসকীন ও অসহায়কে অবজ্ঞার চোখে দেখা। তারা অভাব-অনটনে যেমন জর্জরিত, তেমনি সম্পদশালীর নিকটে অবহেলিত। তাদের পক্ষে কথা বলার কোন মানুষ নেই। নেই তাদের মানসিক কষ্টগুলো ভাগাভাগি করে নেওয়ার মত কোন সুজনও। সামাজিকভাবে যেহেতু এরা মর্যাদাহীন, তাই ব্যক্তির নিকটও মূল্যহীন। মানুষের ভালবাসা থেকে এরা নিদারুণভাবে বঞ্চিত। অথচ বিশ্ব মানবতার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এই শ্রেণীর লোকদের ভালবাসার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমার বন্ধু মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। (১) আমি যেন গরীব-মিসকীনকে ভালবাসি ও তাদের নৈকট্য লাভ করি। (২) আমি যেন ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাই, যে আমার চেয়ে নিম্ন স্তরের এবং ঐ ব্যক্তির দিকে না তাকাই যে আমার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের। (৩) আমি যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করি, যদিও তারা একে ছিন্ন করে। (৪) আমি যেন কারো নিকটে কিছু যাচঞা

---

১০৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৬ 'গরীবদের ফযীলত ও নবী (ছাঃ)-এর জীবন যাপন' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫০০৭।

না করি। (৫) আমি যেন সর্বদা ন্যায় ও সত্য কথা বলি, যদিও তা তিক্ত হয়। (৬) আমি যেন আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করি এবং (৭) তিনি আমাকে এই নির্দেশও দিয়েছেন যে, আমি যেন অধিকাংশ সময় 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করি। কেননা এই শব্দগুলো আরশের নিম্নদেশের ভাণ্ডার থেকে আগত'।[১০৬]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَحِبُّوا الْمَسَاكِيْنَ 'তোমরা মিসকীনদের ভালবাস'। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর দো'আয় বলতে শুনেছি, اللَّهُمَّ أَحْيِنِى مِسْكِينًا وَأَمِتْنِى مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِى فِى زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকীন রূপে জীবিত রাখ, মিসকীন রূপে মৃত্যুদান কর এবং মিসকীনদের দলভুক্ত করে হাশরের ময়দানে উত্থিত কর'।[১০৭] আমরা অনেকে অনেক দো'আ পড়ি, অনেক আমল করি। কিন্তু এই দো'আটি হয়ত ভুল করেও আমল করি না। সমাজে কে অভাবী থাকতে চায়? রাসূল (ছাঃ)-এর এই সুন্নাত, দরিদ্র থাকার সুন্নাত আমাদের কাছে অনেকটা উপেক্ষিত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীদের জীবন যাপনে দরিদ্রতা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের জীবন-যাপন ছিল অনাড়ম্বর। দরিদ্রতা ছিল তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। খেয়ে না খেয়ে তাঁরা দ্বীনে হক্ব প্রচার ও প্রসারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিলেন। কখনো দু'চারটি খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করেছেন। আবার কখনো কখনো একাধারে কয়েকদিন অভুক্ত থেকেছেন। এরপরও মহান আল্লাহ্র উপর তাদের আস্থা ছিল অবিচল। ছবর ও কৃতজ্ঞতা ছিল প্রবল। কেননা তাঁরা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে হৃদয়চক্ষু দিয়ে দেখেছিলেন। অন্তর দিয়ে তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন।

ওমর ফারূক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপরে শুয়ে আছেন। তাঁর ও চাটাইয়ের মাঝে কোন চাদর ছিল না। এতে চাটাইয়ের দাগ তার শরীরে লেগে গেছে। আর তিনি (খেজুর গাছের) আঁশ

---

১০৬. আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৫৯; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৪৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৬৬।
১০৭. ইবনু মাজাহ হা/৪১২৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৮।

ভর্তি একটি চামড়ার বালিশের উপর ঠেস দিয়েছিলেন। (ওমর বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্‌র নিকটে আপনি দো‘আ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে সচ্ছলতা দান করেন। পারসিক ও রোমকদেরকে স্বচ্ছলতা দান করা হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে খাত্ত্বাবের পুত্র! তুমি কি এখনো এই ধারণায় আছ? তারা তো এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পার্থিব জীবনেই নে‘মত সমূহ অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ، ‘তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া নির্ধারিত হোক, আর আমাদের জন্য আখেরাত’।[১০৮]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ‘মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গ লাগাতার দু’দিন যবের রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হন নাই। আর এমতাবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে’।[১০৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) একদা এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সামনে বকরী ভুনা পেশ করা হয়েছিল। যা খাওয়ার জন্য আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে আমন্ত্রণ জানানো হ’ল। কিন্তু তিনি তা খেতে অস্বীকার করে বললেন, خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ যবের রুটি দ্বারাও পরিতৃপ্ত হ’তে পারেননি’।[১১০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দীর্ঘ দশ বছরের খাদেম আনাস (রাঃ) বলেন, مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم صَاعُ بُرٍّ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ، ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)–এর পরিবারের নিকট কোন সন্ধ্যাকালেই এক ছা‘ গম বা এক ছা‘ অন্য কোন খাদ্যদানা

১০৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৪০; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫০১১।
১০৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৭; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৫০০৮।
১১০. বুখারী, মিশকাত হা/৫২৩৮; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫০০৯।

Contents

অবশিষ্ট থাকত না। অথচ তাঁর নয় জন স্ত্রী ছিল'।[১১১] এতদ্ব্যতীত ক্ষুধার তীব্রতায় ছাহাবীদের পেটে পাথর বাঁধার দৃষ্টান্তও হাদীছে বিধৃত হয়েছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আমি ক্ষুধার তাড়নায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আবার কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি (ক্ষুধার যন্ত্রণায়) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীদের রাস্তায় বসে থাকলাম। আবুবকর (রাঃ) পাশ দিয়ে গেলেন। আমি তাকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি কিছু না করেই চলে গেলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) অতিক্রম করলেন। তাকেও একইভাবে প্রশ্ন করলাম। তিনিও কোন কিছু না করে চলে গেলেন। অতঃপর আবুল কাসেম (ছাঃ) যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন। আমার মন ও চেহারার অবস্থা তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা! আমার সঙ্গে চল। এই বলে তিনি চললেন। আমিও তাঁর সাথে চললাম। তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং আমাকেও অনুমতি দিলেন। ঘরে প্রবেশ করে তিনি একটি পেয়ালায় কিছু দুধ পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এই দুধ কোথা থেকে এলো। তারা (গৃহবাসী) বলল, অমুকের পক্ষ থেকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আবু হুরায়রা! 'আহলে ছুফফার' নিকটে যাও এবং তাদেরকে ডেকে নিয়ে আস। রাবী বলেন, ছুফফাবাসীরা ছিল ইসলামের মেহমান। তাদের কোন পরিবার সম্পদ ও কারো উপর ভরসা করার মত কেউ ছিল না। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কোন ছাদাক্বাহ আসত, তখন তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এ থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোন হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাদেরকে দিতেন ও কিছু অংশ নিজের জন্য রাখতেন। এর মধ্যে তাদেরকে শরীক করতেন। (আবু হুরায়রা বলেন,) এ আদেশ শুনে আমি নিরাশ হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম যে, এ সামান্য দুধ দিয়ে ছুফফাবাসীদের কি হবে? এ সামান্য দুধ তো আমার জন্যই যথেষ্ট হ'ত। এটা পান করে আমার শরীরে শক্তি ফিরে আসত। যখন তারা এসে গেল, তখন

১১১. বুখারী, মিশকাত হা/৫২৩৯; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৫০১০।

তিনি আমাকে আদেশ দিলেন আমিই যেন তা তাদেরকে দেই। এতে আমার আর কোন আশাই থাকল না যে, আমি এই দুধ থেকে কিছু পাব। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ না মেনে কোন উপায় নেই। তাই তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে ডেকে আনলাম। তারা এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। ঘরে প্রবেশ করে তারা বসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি বললাম, আমি হাযির হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, পেয়ালাটি নাও এবং তাদের মধ্যে পরিবেশন কর। আমি পেয়ালাটি নিয়ে তাদের একজনকে দিলাম। তিনি তৃপ্তি সহকারে পান করে পেয়ালাটি আমার নিকট ফেরত দিলেন। অতঃপর আরেকজনকে পেয়ালাটি দিলাম। তিনিও তৃপ্তি সহকারে পান করে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এভাবে দিতে দিতে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে পান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন এবং বললেন, হে আবু হুরায়রা! এখনতো তুমি আর আমি আছি। আমি বললাম, আপনি ঠিক বলেছেন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, তুমি বস এবং পান কর। তখন আমি বসে পান করলাম। তিনি বললেন, আরও পান কর। আমি আরও পান করলাম। তিনি আমাকে পান করার নির্দেশ দিতেই থাকলেন। এমনকি আমি বললাম যে, আর না। ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন! আমার পেটে আর জায়গা নেই। তিনি বললেন, তাহ'লে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিলাম। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন ও বিসমিল্লাহ বলে বাকী দুধটুকু পান করলেন।[১১২]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَكْلَتَيْنِ فِى يَوْمٍ إِلاَّ إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ 'মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গ একদিনে দু'বেলা খানা খেলে একবেলায় থাকত শুধু খুরমা খেজুর'।[১১৩] তিনি আরও বলেন, كَانَ يَأْتِى

১১২. বুখারী হা/৬৪৫২।
১১৩. বুখারী হা/৬৪৫৫।

عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلاَّ أَنْ نُؤْتَى بِاللُّحَيْمِ 'আমাদের এমনও মাস কেটে যেত, আমরা ঘরে (রান্নার) আগুন জ্বালাতাম না। আমরা কেবল খুরমা খেয়ে ও পানি পান করে দিন কাটাতাম। তবে যৎসামান্য গোশত আমাদের নিকট (হাদিয়া) আসত'।[১১৪]

অন্যত্র আবূ সালামা আয়েশা (রাঃ)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গের কোন কোন মাস এমনভাবে অতিবাহিত হ'ত যে, তাদের কারো ঘরের চুলা থেকে ধোঁয়া বের হ'তে দেখা যেত না। (আবু সালামা বলেন,) আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাদের খাবার কি ছিল? তিনি বললেন, দু'টি কালো জিনিস। খেজুর ও পানি। তবে আমাদের আনছারী প্রতিবেশীরা ছিল সত্যপ্রিয়। তারা বকরী পালতেন এবং বকরীর দুধ উপঢৌকন স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য পাঠাতেন। রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর বলেন, তাঁর পরিবারবর্গ নয় ঘরে বিভক্ত ছিল'।[১১৫]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিন বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبِيتُ اللَّيَالِىَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজন একাধারে কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। তার পরিবারে রাতের খাবার জুটত না। আর অধিকাংশ সময় যবের রুটিই ছিল তাদের খাদ্য'।[১১৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিছানা সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরী এবং তার ভেতরে ছিল খেজুরের ছাল'।[১১৭]

আবূ ওয়ায়েল (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা খাব্বাব (রাঃ)-এর শুশ্রূষায় গেলাম। খাব্বাব তখন বললেন, আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

---

১১৪. বুখারী হা/৬৪৫৮; মিশকাত হা/৪১৯২।
১১৫. ইবনু মাজাহ হা/৪১৪৫।
১১৬. তিরমিযী হা/২৩৬০; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১১৯।
১১৭. বুখারী হা/৬৪৫৬; মিশকাত হা/৪৩০৭।

লাভের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হিজরত করেছি। এর কর্মফল আল্লাহ্র নিকটেই প্রাপ্য। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই কর্মফল দুনিয়াতে লাভ করার আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তন্মধ্যে মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ) অন্যতম। যিনি ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি শুধুমাত্র একখানা কাপড় রেখে যান। আমরা কাফনের জন্য এটা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিলেন, এটা দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর 'ইযখির' (إِذْخِر) ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও। অথচ এখন আমাদের মধ্যে এমনও আছে, যাদের ফল পেকেছে এবং তারা তা সংগ্রহ করছে'।[১১৮]

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, 'আমিই প্রথম আরব, যে আল্লাহ্র পথে তীর নিক্ষেপ করেছে। যুদ্ধের সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, দুবলা পাতা ও ঝাউগাছ ব্যতীত খাবারের কিছুই ছিল না। এমনকি আমাদের মল বকরীর মলের মত হয়ে গিয়েছিল'।[১১৯]

মুহাম্মাদ বিন সীরীন বলেন, একদা আমরা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তাঁর পরিধানে ছিল গোলাপী রংয়ের দু'টি কাতান কাপড়। তিনি একটি কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে করতে বললেন, বেশ! বেশ! আবূ হুরায়রা আজ কাতান কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে। অথচ আমার অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমি ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর ও আয়েশা (রাঃ)-এর কামরার মাঝখানে পড়ে থাকতাম। এ পথে কেউ এসে আমার ঘাড়ের উপর পা রাখত এবং ধারণা করত যে, আমি পাগল হয়ে গেছি। অথচ আমার মধ্যে কোন পাগলামী ছিল না। বরং ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার এরূপ অবস্থা হত'।[১২০]

ফাযালা বিন উবায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করতেন, তখন কিছু লোক অসহনীয় ক্ষুধার

---

১১৮. বুখারী হা/৬৪৪৮।
১১৯. বুখারী হা/৬৪৫৩; মুসলিম হা/২৯৬৬।
১২০. বুখারী হা/৭৩২৪; তিরমিযী হা/২৩৬৭।

জ্বালায় ছালাতে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যেত। তারা ছিল ছুফফার সদস্য। তাদের অবস্থা দেখে বেদুঈনরা বলত, এরা পাগল নাকি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ لأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً، 'আল্লাহ্র কাছে তোমাদের যে কি মর্যাদা তা যদি তোমরা জানতে, তাহ'লে তোমরা আরো ক্ষুধার্ত, আরো অভাব-অনটনে থাকতে পসন্দ করতে'।[১২১]

নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, أَلَسْتُمْ فِى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ، 'তোমরা তো এখন ইচ্ছা মতো পানাহার করতে পারছ, অথচ আমি তোমাদের নবী (ছাঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি এই শুকনো খেজুরও পেতেন না, যদ্দারা তাঁর পেট ভরতে পারেন'।[১২২]

প্রিয় পাঠক! বেশ তো হাদীছগুলো পড়া হয়ে গেল। কার কেমন অনুভূতি হ'ল কী জানি? কী কঠিন হাদীছ! কত জটিল পরিস্থিতি! জীবনের সাথে মিলাতে পেরেছি কি? কেমন ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর বিছানা? চাটাইয়ের দাগ পড়ে যেত তাঁর গায়ে। আর আমরা? নরম বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাড়ের ক্ষয় শুরু হয়। পরে চিকিৎসক শক্ত বিছানা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। রাসূল (ছাঃ)-এর ঘরে একমাস আগুন জ্বলত না। ছুফফার অধিবাসীদেরকে নিন্দুকেরা পাগল বলত। কেন তারা এরূপ জীবন যাপন করেছেন? সে যুগে সবার অবস্থা তো এমন ছিল না। তবে তারা নিজের 'ভাগ্য বদল' করতে কেন চেষ্টা করেননি? আসলে তারা দুনিয়াকে মুসাফিরখানা মনে করতেন। দুনিয়াকে আখেরাতের পাথেয় লাভের স্থান মনে করতেন। তাদের চিন্তা ছিল দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে নিজের সবটুকু সাধ্য ব্যয় করা। অথচ বহু মানুষ সামাজিক স্ট্যাটাস, সামাজিক পজিশন আর ফরমালিটির দোহাই দিয়ে ডোনেশন, সূদ, ঘুষ যত রকমের পথ

১২১. তিরমিযী হা/২৩৬৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৬৯।
১২২. মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯৫; তিরমিযী হা/২৩৭২।

আছে অবলম্বন করে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে থাকেন। শুধু কি তাই? চাকুরীগত কারণে দাড়ি ছাটা, চাঁছা, শরী'আত বিরোধী পোষাক পরিধান করা সবই করছেন। দ্বীন নষ্ট করে দুনিয়া কামাই করছেন। আমরা কি ঐ মানুষগুলোর সাথে হাশরে উঠব না? যদি নিজেদের জীবন জীবিকা পরিবর্তন না করা হয় তবে কতটা ক্ষতি-খাসারায় পড়তে হ'তে পারে সেদিন? আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন!

গরীব ও দুর্বলদের মর্যাদা

গরীব ও দুর্বলদের কারণে রিযিক প্রদান করা হয় :

আল্লাহভীরু গরীব ও দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা সমাজিকভাবে হেয় হ'লেও মহান আল্লাহ্র নিকটে মর্যাদাশীল। এ শ্রেণীর কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্যান্য বান্দাদের রিযিক দিয়ে থাকেন। সা'দ (রাঃ) নিজেকে নিম্নশ্রেণীর লোকদের চাইতে অধিক মর্যাদাশীল মনে করলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ، 'তোমাদের দুর্বল লোকদের দো'আয় তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় ও রিযিক দেওয়া হয়'।[১২৩]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেছেন, ابْغُوْنِىْ ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ، 'তোমরা দুর্বলদের মাঝে আমাকে অন্বেষণ কর। কেননা দুর্বলদের দো'আর কারণেই তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করা হয় এবং সাহায্য করা হয়'।[১২৪] তাছাড়া দুর্বলদের দো'আ ও শপথ মহান আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوْعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ 'এমন অনেক লোক আছে, যাদের মাথার চুল এলোমেলো, এরা মানুষের দুয়ার হ'তে বিতাড়িত। তবে সে যদি আল্লাহ্র নামে শপথ করে, তবে আল্লাহ তার শপথ পূরণ করেন'।[১২৫]

---

১২৩. বুখারী, মিশকাত হা/৫২৩২।
১২৪. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫২৪৬, সনদ ছহীহ।
১২৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩১; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৪৮৩।

জান্নাতের অধিবাসীদের অধিকাংশ সম্পদহীন গরীব :

সাধারণত সম্পদশালীদের কমই আল্লাহভীরু হয়ে থাকে। বরং এদের অধিকাংশই হয় উদ্ধত অহংকারী। আখেরাতে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, পুলছিরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে তাদের অনেকেরই কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। দুনিয়া নিয়েই এরা মহাব্যস্ত। অথচ এই সাধারণ জ্ঞানটুকু তাদের ঠিকই আছে যে, দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। যেকোন সময় এখানে বিদায়ের ঘণ্টা বেজে যাবে। তারপরও আখেরাতের প্রস্তুতি নিয়ে তাদের কোন আগ্রহ নেই। ফলে চূড়ান্ত বিচারে তারা হবে চরমভাবে ব্যর্থকাম। জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়বে যুগ যুগ ধরে।

অপরদিকে আল্লাহ্র পূর্ণ আনুগত্যশীল ব্যক্তি দুনিয়াতে গরীব ও দুর্বল হ'লেও আখেরাতের চূড়ান্ত পরীক্ষায় সে হবে সফলকাম। প্রবেশ করবে চির শান্তির আবাস জান্নাতে। ভোগ করবে অসংখ্য নাজ ও নে'মত। উল্লেখ্য যে, সমাজের এই গরীব-মিসকীন ও দুর্বল শ্রেণীই অধিকহারে আল্লাহ্র বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল হয়। ফলে জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসীও হবে তারাই। ডান হাতে আমলনামা পেয়ে আনন্দচিত্তে সেদিন বলে উঠবে,

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ–

'পড়ে দেখ আমলনামা। নিশ্চয়ই আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হ'তে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে। সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফল সমূহ থাকবে অবনমিত। (বলা হবে) বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদানে তৃপ্তি সহকারে খাও এবং পান কর' *(হাক্কাহ ৬৯/১৯-২৪)*।

পক্ষান্তরে দুনিয়ার দাম্ভিক-অহংকারী যালেম শ্রেণী বাম হাতে আমলনামা পেয়ে বিমর্ষচিত্তে আফসোস করে বলবে, 'হায়, আমার আমলনামা যদি আমাকে না দেওয়া হ'ত। আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম। হায়, আমার মৃত্যুই যদি

Contents

আমার জন্য চূড়ান্ত হ'ত। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও আজ ধ্বংস হয়ে গেল। (ফেরেশতাদের বলা হবে) ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাকে বেড়িবদ্ধ কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। কেননা নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না এবং মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না' *(হাক্কাহ ৬৯/২৫-৩৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ،

'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? (তারা হ'ল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়। সে যদি আল্লাহ্‌র নামে কসম করে তাহ'লে তা তিনি পূর্ণ করে দেন। (তিনি আরো বলেন,) আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? (তারা হ'ল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় ও দাম্ভিক ব্যক্তি'।[১২৬] অন্যত্র তিনি বলেন,

قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ،

'আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। দেখলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকীন। আর ধনীদেরকে (হিসাবের ন্য) আটকে রাখা হয়েছে। এছাড়া জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাতে যারা প্রবেশ করছে তাদের বেশীরভাগই নারী'।[১২৭]

---

১২৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১০৬।
১২৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৩।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ فِيَّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ. قَالَ فَقَضَى بَيْنَهُمَا إِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِى أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِى أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلاَكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا،

‘জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে বিবাদ হ’ল। জাহান্নাম বলল, আমার মধ্যে উদ্ধত অহংকারী লোকেরা থাকবে। আর জান্নাত বলল, আমার মধ্যে দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ উভয়ের মধ্যে ফায়ছালা করলেন এইভাবে যে, তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। আর তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিব। তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব’।[১২৮]

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ،

‘আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখলাম যে, এর অধিকাংশ অধিবাসী হ’ল গরীব-মিসকীন। আর জাহান্নামে দেখলাম যে, এর অধিকাংশই হ’ল নারী’।[১২৯]

যারা দারিদ্র্যকে নিজের দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করেন, আশা করি হাদীছগুলো তাদের লালিত বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণিত করবে। দুনিয়াতে দীনতাই আপনাকে অগ্রগামী জান্নাতী হ’তে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ।

ধনীদের পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ :

দুনিয়া বঞ্চিত এই গরীব অসহায়দের জন্য সুখের বিষয় হ’ল যে, ধনীদের আগেই এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে মূল্যহীন

---

১২৮. আহমাদ হা/১১৭৫৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬১৫, সনদ ছহীহ।
১২৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৪।

থাকলেও আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে সবার আগে জান্নাতে প্রবেশের মহা সম্মানে ভূষিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، ‘দরিদ্র মুহাজিরগণ তাদের ধনীদের চাইতে পাঁচ শত বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[১৩০] তিনি আরো বলেন, يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ، ‘দরিদ্ররা ধনীদের চাইতে পাঁচ শত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তা হ’ল (আখেরাতের) অর্ধ দিনের সমান’।[১৩১] অন্যত্র তিনি বলেন, يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، ‘দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের চাইতে অর্ধদিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এই অর্ধদিন হ’ল পাঁচ শত বছরের সমান’।[১৩২]

---

১৩০. তিরমিযী হা/২৩৫১, সনদ ছহীহ।
১৩১. তিরমিযী হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/৫২৪৩।
১৩২. তিরমিযী হা/২৩৫৪, সনদ হাসান ছহীহ।

৩য় অধ্যায়

ইয়াতীম প্রতিপালন

একটি সমাজে নানা ধরনের মানুষের বসবাস। কেউ অর্থ-বিত্তের অধিকারী, কেউ নিঃস্ব-অসহায়, কেউ মালিক, কেউ শ্রমিক, কেউ অনাথ-ইয়াতীম প্রভৃতি। এসবই আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা। কেননা সকলেই যদি মালিক হন, তাহ'লে মালিকের প্রয়োজনে শ্রমিক পাওয়া যাবে কোথায়? আবার সকলে শ্রমিক হ'লে কাজ পাওয়া যাবে কোথায়? মূলতঃ একটি সমাজ সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'আলাই উঁচু-নীচু ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছেন *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। তাই বলে বিত্তবানরা বিত্তহীনদের শোষণ করবে, এমনটি নয়। আল্লাহ মানুষকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী করেছেন। তাই পারস্পরিক একটি কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়ামূলক সম্পর্ক থাকবে। কারো প্রতি যুলুম-নির্যাতন, অন্যায় দখল, কাউকে বঞ্চিত করা এহেন জঘন্যতম অন্যায়ের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি নির্ধারিত আছে।[১৩৩]

সমাজের সবচাইতে অসহায় হচ্ছে ইয়াতীম সন্তান। কেননা শৈশবেই সে তার পিতাকে অথবা পিতা-মাতা উভয়কে হারায়। তখন তার সুস্থ-সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। শিক্ষা-দীক্ষারও তেমন কোন সুযোগ থাকে না। এমনকি তার পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সহায়-সম্পত্তিও অন্যরা ভোগ-দখলের জন্য থাবা বিস্তার করে। অনেক ক্ষেত্রে কিছু অংশ ফেরত দেওয়া হ'লেও বেশিরভাগই আত্মসাৎ করা হয়। অথচ ইসলামে ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধান ও লালন-পালনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতকারীর জন্য কঠিন শাস্তি ঘোষিত হয়েছে।

ইয়াতীম অর্থ :

'ইয়াতীম' (يَتِيْمٌ) শব্দটি আরবী। এর অর্থ একক, একাকী, নিঃসঙ্গ ইত্যাদি। পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয়, وَالْيَتِيمُ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ يَسْتَوِي فِيهِ

১৩৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭।

اَلْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ 'শৈশবে যার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে। চাই সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক' *(আউনুল মা'বূদ)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, وَهُوَ مَنْ مَاتَ أَبُوْهُ قَبْلَ بُلُوْغِهِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، 'বালেগ হওয়ার পূর্বে যার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে, ছেলে হোক বা মেয়ে হোক'।[১৩৪] উল্লেখ্য যে, মাতা মৃত্যুবরণ করলে সন্তান ইয়াতীম হিসাবে গণ্য হবে না।[১৩৫] তবে কারো পিতা ও মাতা উভয়ে মারা গেলে সেই হয় সমাজের সবচেয়ে বড় অসহায়। পিতৃস্নেহ ও মমতাময়ী মায়ের আদর-সোহাগ তার ভাগ্যে জোটে না। অতি প্রিয় 'মা' ডাকটি যেন তার হৃদয় জুড়ে বিষাদের করুণ সুর বাজায়। অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত হয়ে যায় সে। মাঝে মাঝে কিছু মানুষের কষ্ট দেখে অবাক হয়ে ভাবি, তাদের সংসারে কত প্রয়োজন ছিল তাদের মায়ের? কিংবা বাবার? তিনি মাঝপথে তাদের অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে গেলেন। অপরদিকে কত বৃদ্ধ মানুষকে পরিবার বোঝা মনে করছে। অথচ সে দিব্বি বেঁচে আছে। কেন এমন হয়? পরক্ষণেই ভাবি, জগত সংসারের এই ঘটনাগুলো তো মহান পরিকল্পনাকারী আল্লাহ্‌রই পরিকল্পনার অংশবিশেষ, যা মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য। অথচ ক'জন আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি?

ইয়াতীমের বয়সসীমা :

ইয়াতীমের বয়সসীমা হচ্ছে বালেগ বা প্রাপ্ত বয়ষ্ক হওয়া পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ 'যৌবনপ্রাপ্ত হ'লে আর ইয়াতীম থাকে না'।[১৩৬] অর্থাৎ বালেগ হওয়া পর্যন্ত সে ইয়াতীম হিসাবে গণ্য হবে। যখন সে বালেগ হয়ে যাবে বা সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্যতা অর্জন করবে তখন তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

---

১৩৪. ছালেহ আল-উছায়মীন, তাফসীরু কুরআনিল কারীম (রিয়ায : দারু ইবনুল জাওযী, ২য় সংস্করণ ১৪৩১ হিঃ), সূরা বাক্বারাহ ২/২৭৬ পৃঃ।

১৩৫. তাফসীরু কুরআনিল কারীম ২/২৭৬ পৃঃ।

১৩৬. আবূদাউদ হা/২৮৭৩, সনদ ছহীহ।

ইয়াতীম প্রতিপালনের গুরুত্ব :

ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ অত্যন্ত কঠোর। পবিত্র কুরআনের যেখানেই সদয়, সহানুভূতি ও ভাল আচরণের কথা এসেছে সেখানেই ইয়াতীমদের কথা এসেছে। মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদত ও শিরক থেকে বাঁচার পাশাপাশি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও নিঃস্বদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের প্রতি সদাচরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক, অহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

'পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে তোমাদের কোন পুণ্য নেই; বরং পুণ্য আছে তার জন্য, যে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতাগণ, কিতাব সমূহ এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করে; আল্লাহ্র মুহাব্বাত আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির ও সাহায্যপ্রার্থীদেরকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ

দান করে; ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে পূর্ণ করে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করে। আসলে তারাই সত্যপরায়ণ ও তারাই আল্লাহ ভীরু’ *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*।

সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ইয়াতীমদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ‘তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, তারা কিরূপে ব্যয় করবে? তুমি বল, তোমরা ধন-সম্পদ হ’তে যা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য কর’ *(বাক্বারাহ ২/২১৫)*।

ইয়াতীমের অসম্মান করাকে আল্লাহ মানুষের মন্দ স্বভাব হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيمَ. وَلَا تَحَاضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. ‘কখনোই নয়। বস্তুতঃ তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না’ *(ফাজর ৮৯/১৭-১৮)*। এখানে ‘সম্মান করা’ কথাটি বলার মাধ্যমে ইয়াতীমের যথাযথ হক আদায় করা ও তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার প্রতি ইয়াতীমের অভিভাবক ও সমাজের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[১৩৭]

স্মর্তব্য যে, সমাজের সর্বাধিক অসহায় হচ্ছে ইয়াতীমরা। এরা পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত বনু আদম। যথাযথ আদর-যত্ন ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এরা শিক্ষাবঞ্চিত ও শিষ্টাচার বহির্ভূত মানব শিশু হিসাবে বেড়ে ওঠে। সমাজের আর দশটা সন্তানের মত নিশ্চিন্তভাবে সে বেড়ে উঠতে পারে না। অথচ ইসলাম দেড় হাযার বছর পূর্বেই এর সুন্দর সমাধান দিয়েছে। সমাজের অপরাপর মানুষের প্রতি নির্দেশ জারী করেছে ইয়াতীমদের প্রতি সদয়, সহযোগী ও সহানুভূতিশীল হ’তে। এদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করতে এবং সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা দানের মাধ্যমে এদেরকে সুস্থ-সুন্দর আদর্শ সন্তান হিসাবে

---

১৩৭. তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা, (রাজশাহী : হাফাবা প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ মে ২০১৩), পৃ : ২৮৩।

গড়ে তুলতে। এমনকি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পিতৃ-মাতৃহীন ইয়াতীম শিশু করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল ইয়াতীম সন্তানকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, ইয়াতীমদের নেতা হচ্ছেন বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জান্নাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব ও শ্রেষ্ঠ ইয়াতীম রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে তারাই, যারা ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধান করবে। মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সর্বযুগের সকল ইয়াতীমের প্রতি সদয় হওয়ার চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ– 'তিনি কি তোমাকে ইয়াতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত। অতঃপর তোমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন নিঃস্ব। অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। অতএব তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবে না' *(যুহা ৯৩/৬-৯)*।

ইয়াতীমদের সঠিকভাবে গড়ে তোলা না হ'লে এরা ঈমান-আমলহীন এক অন্ধকার জগতে হাবুডুবু খাবে। তখন এরা সমাজের জন্য এক বিষফোঁড়া হিসাবে দেখা দিবে। অতএব ইয়াতীমদের লালন-পালন, দেখাশুনা করা, তাদের দ্বীনি জ্ঞানে পারদর্শী করা এবং তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা সবিশেষ গুরুত্ববহ।

ইয়াতীম প্রতিপালনের ফযীলত :

ইয়াতীম প্রতিপালন করা জান্নাতী লোকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতী লোকদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا– إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، 'আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং (বলে) আমরা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি

Contents

অর্জনে খাদ্য দান করি। এর বিনিময়ে তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাই না' *(দাহর ৭৬/৮-৯)*। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ইয়াতীম প্রতিপালনের বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল:

জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় : ইয়াতীমদের লালন-পালন করলে জান্নাত লাভ হয়। আমর বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَـــهُ الْجَنَّـــةُ الْبَتَّـــةَ. 'যে ব্যক্তি মাতা-পিতা মারা যাওয়া কোন মুসলিম ইয়াতীমকে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত নিজ পানাহারে শামিল করে, ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়'।[১৩৮] একইভাবে অসহায় মায়ের ক্ষুধার্ত অবুঝ সন্তানকে নিজের মুখের গ্রাস তুলে দেওয়ার মধ্যেও জান্নাত হাছিল হয়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ:جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتْ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنْ النَّارِ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক অসহায় মহিলা তার দুই মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে আসল। আমি তাকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে দুই মেয়েকে একটি করে খেজুর দিল। আর নিজে খাওয়ার জন্য একটি খেজুর তার মুখে উঠাল। অতঃপর দুই মেয়ে ঐ খেজুরটি খেতে চাইল। সে খেজুরটি তাদের মধ্যে ভাগ করে দিল যেটি সে নিজে খেতে চেয়েছিল। তার এ অবস্থাটি আমাকে বিস্মিত করল। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে সে যা

---

১৩৮. আহমাদ হা/১৯০২৫; ছহীহ তারগীব হা/২৫৪৩।

করেছে তা তুলে ধরলাম। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এ কারণে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন অথবা তাকে একারণেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন'।[১৩৯]

জান্নাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন : জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করা সর্বাধিক মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়। আল্লাহ তা'আলা এই বিশেষ মর্যাদা তাঁর ঐ সকল বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, যারা ইয়াতীমদের যথাযথভাবে তত্ত্বাবধান করেন। সাহল বিন সা'দ (রা) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. 'আমি ও ইয়াতীম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করলেন এবং এ দু'টির মধ্যে কিছুটা ফাঁকা করলেন'।[১৪০] অন্য বর্ণনায় আছে, وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيْلاً 'উভয় আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাঁকা করলেন'।[১৪১]

অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতীম প্রতিপালনকারীর অবস্থান জান্নাতে এই দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি হবে। চাই সে ইয়াতীম তার নিজের হোক অথবা অন্যের। (বর্ণনাকারী) মালেক বিন আনাস (রাঃ) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন'।[১৪২]

---

১৩৯. মুসলিম হা/২৬৩০।
১৪০. বুখারী, হা/৫৩০৪; মিশকাত হা/৪৯৫২।
১৪১. সিলসিলা ছহীহা হা/৮০০।
১৪২. মুসলিম হা/২৯৮৩ 'যুহুদ' অধ্যায়।

عَن سَهْلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ.

সাহল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি ও ইয়াতীম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এই দুই আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি অবস্থান করব। তিনি তাঁর মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে কাছাকাছি করে দেখালেন'।[১৪৩]

আলোচ্য হাদীছ সমূহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর দুই আঙ্গুল পাশাপাশি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, হাতের দু'টি আঙ্গুল যেমন খুব কাছাকাছি, ইয়াতীমের প্রতিপালনকারীও জান্নাতে অনুরূপ আমার কাছাকাছি অবস্থান করবে। অর্থাৎ জান্নাতে তার ঘর হবে আমার ঘরের নিকটবর্তী। নিঃসন্দেহে উম্মতের জন্য এর চাইতে অধিক আনন্দের ও অধিক সৌভাগ্যের আর কিছুই হ'তে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে এই সৌভাগ্য অর্জনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

রিযিক প্রশস্ত হয় এবং রহমত ও বরকত নাযিল হয় : ইয়াতীমরাই সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তি। আর দুর্বলদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসলে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে সাহায্য করেন এবং রিযিক প্রদান করেন। আবূ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, اَبْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. 'আমার কাছে তোমরা দুর্বলদের খুঁজে আন। কেননা দুর্বল-অসহায়দের কারণেই তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত ও রিযিকপ্রাপ্ত হও'।[১৪৪]

ইয়াতীম প্রতিপালনে হৃদয় কোমল হয় : কোমল হৃদয় মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠোর হৃদয়ের অধিকারীকে আল্লাহ পসন্দ করেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে সতর্ক করে বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 'আল্লাহ্র অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের

---

১৪৩. আবূদাঊদ হা/১১০।

হ'তে, তবে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হ'তে দূরে সরে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। হৃদয় কোমল করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ইয়াতীমের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ أَرَدْتَ تَلْــيِينَ قَلْبِكَ فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَــحْ رَأْسَ الْيَتِــيْمِ. 'এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে তার অন্তর কঠিন মর্মে অভিযোগ করলে তিনি তাকে বললেন, যদি তুমি তোমার হৃদয় নরম করতে চাও তাহ'লে দরিদ্রকে খানা খাওয়াও এবং ইয়াতীমের মাথা মুছে দাও'।[১৪৫]

আত্মীয় ইয়াতীম প্রতিপালনে দ্বিগুণ নেকী : মানুষ নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। অনেক সময় দানের ক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিত করা হয়। অথচ ইসলাম তাদেরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। কেননা এক্ষেত্রে তাদের দু'টি হক রয়েছে। একটি ইয়াতীম-মিসকীন হওয়ার কারণে, আরেকটি আত্মীয় হওয়ার কারণে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إن الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ، صَدَقَةٌ وَصِــلَةٌ. 'মিসকীনকে দান করায় একটি নেকী এবং আত্মীয়কে দান করায় দু'টি নেকী হাছিল হয়, একটি দানের নেকী এবং অপরটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার নেকী'।[১৪৬]

ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ :

ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটি এমন এক আমানত যে বিষয়ে ত্রুটি হ'লে পরিণাম হবে ভয়াবহ। আর এ কাজ নিশ্চয়ই দুর্বলদের দ্বারা সম্ভব নয়। খেয়ানতের আশংকা থাকলে এই দায়িত্ব থেকে দূরে থাকা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবূ যার (রাঃ)-কে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّى أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَــا

---

১৪৪. আবূদাঊদ হা/২৫৯৪; ছহীহাহ হা/৮৫৪।
১৪৫. আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/১৪১০; সিলসিলা ছহীহা হা/৮৫৪।
১৪৬. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯৩৯ সনদ ছহীহ।

أُحِبُّ لِنَفْسِى لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ– 'হে আবূ যার! আমি তোমাকে দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার জন্য তাই পসন্দ করি যা আমি নিজের জন্য পসন্দ করি। তুমি কখনো দু'জনের উপর আমীর হবে না এবং ইয়াতীমের সম্পদের দায়িত্বশীল হবে না'।[১৪৭] উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দায়িত্ব গ্রহণ না করা উদ্দেশ্য নয়, বরং অধিক সর্তকতা অবলম্বন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যিনি দায়িত্বশীল হবেন তিনি যেন আমানতের ব্যাপারে অতি সাবধানতা অবলম্বন করেন। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

وَعَن أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ : الْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ! আমি লোকদেরকে দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের অধিকার সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শন করছি। (এরা হচ্ছে) ইয়াতীম ও নারী'।[১৪৮]

ইয়াতীমদের সম্পদ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতঃ সময়মত তাদের নিকটে সমর্পণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. 'আর ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ কর। পবিত্রতা দিয়ে অপবিত্রতা বদল করে নিয়ো না ও তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশ্রিত করে গ্রাস কর না। নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ' *(নিসা ৪/২)*। আল্লাহ আরও বলেন,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ

---

১৪৭. মুসলিম হা/১৮২৬; মিশকাত হা/৩৬৮২।

১৪৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭৮; সিলসিলা ছহীহা হা/১০১৫ সনদ হাসান।

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.

‘আর ইয়াতীমগণ বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে যাচাই করে নাও; অতঃপর যদি তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান লক্ষ্য কর, তবে তাদের সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ কর এবং তারা বয়োঃপ্রাপ্ত হবে বলে তা অপব্যয় ও তাড়াহুড়া করে আত্মসাৎ কর না। যে অভাবমুক্ত সে নিবৃত্ত থাকবে এবং যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হবে সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে। যখন তাদের সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করতে চাও তখন তাদের জন্য সাক্ষী রেখ এবং আল্লাহই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট’ *(নিসা ৪/৬)*।

আলোচ্য আয়াতে ইয়াতীমদের প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত বয়ষ্ক হয়ে গেলে যথাযথভাবে তাদের সম্পদ তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তবে রক্ষণাবেক্ষণকারী দরিদ্র হ’লে সঙ্গত পরিমাণ খরচ গ্রহণ করতে পারবে।

ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎকারীর পরিণতি :

ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎকারীর শাস্তি অত্যন্ত মর্মান্তিক। দুনিয়াতে ক্ষমতার দাপটে ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা সম্ভব হ’লেও পরকালে ঐ আত্মসাৎকারীর বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। অন্যান্য পাপীদের ন্যায় সেও বাম হাতে আমলনামা পেয়ে সেদিন আফসোস করে বলতে থাকবে, يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. ‘হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হ’ত। আমি যদি আমার হিসাব কি তা না জানতাম! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হ’ত! (আজ) আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসল না। আমার ক্ষমতা আজ ধ্বংস হয়ে গেছে’ *(হা-ক্কাহ ৬৯/২৫-২৯)*।

ইয়াতীমের সম্পদ যেন আত্মসাৎ করা না হয় সেজন্য অতি সাবধান করতঃ ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হ’তেও মহান আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ

করেছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُــدَّهُ. 'আর ইয়াতীম বালেগ না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তার বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেও না' *(আন'আম ১৫২)*। তিনি আরও বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْـــدَ كَـــانَ مَسْئُوْلاً. 'আর ইয়াতীমের বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয়-সম্পত্তির কাছেও যেও না এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৩৪)*।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে 'ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যেও না' অর্থ ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না। যেমনটি হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টির পর নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْرَبَا هَـــذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الْظَّـــالِمِيْنَ 'তোমরা এই বৃক্ষের নিকটেও যেও না। (যদি যাও) তাহ'লে তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*। মূলতঃ ইয়াতীমের সম্পদের হেফাযত ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত হবে তাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আয়াতদ্বয়ে একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোনভাবেও যেন ইয়াতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ করা না হয়। কেননা ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করাকে আগুন ভক্ষণ করার মত বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَـــعِيْرًا. 'নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভর্তি করে এবং সত্বরই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(নিসা ৪/১০)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাছীর (রঃ) বলেন, إِذَا أَكَلُوْا أَمْوَالَ الْيَتَامَى بِلاَ سَبَبٍ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ نَارًا تَأَجَّجَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'তারা যদি বিনা কারণে ইয়াতীমদের সম্পদ ভক্ষণ করে, তাহ'লে

তারা আগুন ভক্ষণ করবে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের পেটে সেই আগুন প্রজ্বলিত হবে'।[১৪৯]

একই মর্মার্থে পূর্বোক্ত ৬নং আয়াতে উল্লিখিত وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ 'যে অভাবমুক্ত সে নিবৃত্ত থাকবে এবং যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হবে সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে' (নিসা ৬)-এর ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, যে ধনী হবে, যার নিজের খাওয়া-পরার জিনিস যথেষ্ট থাকবে, তার কর্তব্য হবে তাদের মাল হ'তে কিছুই গ্রহণ না করা। এমতাবস্থায় মৃত জন্তু এবং প্রবাহিত রক্তের ন্যায় এ মাল তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম। তবে অভিভাবক দরিদ্র হ'লে তাকে লালন-পালন করার পারিশ্রমিক হিসাবে সময়ের প্রয়োজনে ও দেশ প্রথা অনুযায়ী তার মাল হ'তে গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ। এক্ষেত্রে সে নিজের প্রয়োজন দেখবে এবং পরিশ্রমও দেখবে। যদি প্রয়োজন পরিশ্রম অপেক্ষা কম হয় তবে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করবে। আর যদি পরিশ্রম প্রয়োজন অপেক্ষা কম হয় তবে পরিশ্রমের বিনিময় গ্রহণ করবে।[১৫০]

ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ মানুষকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হ'তে বেঁচে থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেগুলি কী? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, যাদু করা, মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়ন করা ও মুমিন সতী-

---

১৪৯. মুখতাছার তাফসীরে ইবনে কাছীর (বৈরূতঃ দারুল কুরআনিল কারীম, ৭ম সংস্করণ ১৪০০ হিঃ/১৯৮১ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬১।

১৫০. তাফসীর ইবনে কাছীর, বঙ্গানুবাদঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি, ৮ম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৮), ৪র্থ-৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮।

সাধ্বী মহিলার উপর যেনার অপবাদ দেয়া'।[১৫১] অতএব ধ্বংস থেকে রক্ষা ও জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে মুক্তির স্বার্থে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। পাশাপাশি জান্নাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী হওয়ার দৃঢ় প্রত্যাশায় ইয়াতীম প্রতিপালনে এগিয়ে আসতে হবে।

ইয়াতীম প্রতিপালনের ধরন :

ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ক হওয়া নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের ব্যাপার ও অত্যন্ত মর্যাদাকর বিষয়। যিনি এই মহান দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তিনি অবশ্যই ইনছাফপরায়ণ হবেন। আপন সন্তানের ন্যায় ইয়াতীমের সার্বিক বিষয় দেখভাল করবেন। কখনো আদর করে, মাথায় হাত বুলিয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন, আবার অবাধ্যতায় কখনো শাসন করবেন। দাঊদ (আঃ) বলতেন, كُنْ لِلْيَتِيْمِ كَالْأَبِ الرَّحِيْمِ، 'ইয়াতীমদের প্রতি দয়াবান পিতার ন্যায় হয়ে যাও'।[১৫২] অর্থাৎ সন্তানের প্রতি পিতা যেমন রহমদিল তেমনি ইয়াতীমের প্রতিও রহমদিল হ'তে হবে। ইয়াতীম প্রতিপালনের ধরন কী হবে এ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল।-

লালন-পালন ও শিষ্টাচার শিক্ষা দান : সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠা শিশুর জন্মগত অধিকার। কিন্তু শৈশবে পিতৃবিয়োগের কারণে এটি অনেকাংশেই বিঘ্নিত হয়। সঠিকভাবে খাওয়া-পরার অভাবে তার শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি যথাযথভাবে হয়ে ওঠে না। সেকারণ যিনি ইয়াতীমের দায়িত্বশীল হবেন তার উচিত হবে নিজ সন্তানের ন্যায় ইয়াতীম সন্তানের লালন-পালনেরও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। তার সঠিক পরিচর্যা করা, উপযুক্ত খাদ্য, প্রয়োজনীয় পোষাক-পরিচ্ছদ ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

পাশাপাশি শৈশব থেকেই তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। আলী (রাঃ) বলেন,

لَيْسَ الْيَتِيْمُ الَّذِىْ مَاتَ وَالِدُهُ * اِنَّ الْيَتِيْمَ يَتِيْمُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ

---

১৫১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২ 'ঈমান' অধ্যায়।

১৫২. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/১০৫২৮; ছহীহ আদাবুল মুফরাদ, তাহক্বীক্ব আলবানী হা/১০৩, সনদ ছহীহ।

'যার পিতা মারা গেছে সে প্রকৃত ইয়াতীম বা অনাথ নয়। বরং জ্ঞান ও শিষ্টাচারে দৈন্য ব্যক্তিই প্রকৃত ইয়াতীম'।[১৫৩]

বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা, সাক্ষাতে সালাম প্রদান করা, গৃহে প্রবেশ ও বের হওয়ার আদব, খাওয়া-পরার আদব, ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠার আদব, ছালাতের নিয়ম ও প্রয়োজনীয় দো'আ-কালাম প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনে চলার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়কের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এক্ষেত্রে যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হ'লে আল্লাহ্র কাছে জবাব প্রদানেও ব্যর্থ হ'তে হবে। কেননা প্রত্যেককেই সেদিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১৫৪]

শিক্ষা-দীক্ষা : ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাপক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ ৫টি আয়াতের প্রথম শব্দটিই হচ্ছে اِقْرَأْ 'পড়'। আল্লাহ বলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে। পড়! আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন' *('আলাক্ব ৯৬/১-৫)*। আলোচ্য আয়াতে পড়াকে শর্তযুক্ত করে দেয়া হয়েছে আল্লাহ্র সাথে। অর্থাৎ এমন বিষয়ে পড়াশুনা করা আবশ্যক, যার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্বন্ধে সঠিক ইলম হাছিল হয়। পক্ষান্তরে যে ইলম মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, মানুষকে নাস্তিক বানায়, ঐ ইলম এখানে উদ্দেশ্য নয়। ঐ ইলম অর্জন থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

---

১৫৩. জামীউ দাওয়াবীনিশ শি'রিল আরাবী ১০/১৭০।
১৫৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫।

শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّــذِيْنَ يَعْلَمُــوْنَ وَالَّــذِيْنَ لاَ يَعْلَمُــوْنَ، 'বলুন! যারা জ্ঞানী এবং যারা মূর্খ তারা কি সমান?' *(যুমার ৩৯/৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইলম অর্জন করা ফরয'।[১৫৫] অতএব সুন্দর জীবনের জন্য সুস্থ জ্ঞান হাছিল আবশ্যক। যার ভিত্তিমূল হচ্ছে পরিবার। মাতৃক্রোড়েই শিক্ষার শুভ সূচনা হয়। ছোট্ট শিশুটি মায়ের কাছেই দুই ঠোঁট নেড়ে অস্ফুট ভাষায় তার আবেদন প্রকাশের চেষ্টা করে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে যত বড় হয়, ততই নতুন কিছু শিখে। পিতা-মাতাই সন্তানের প্রথম শিক্ষক। সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতার দায়িত্ব সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু পিতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন ইয়াতীম শিশুটি এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সেকারণ তার দায়-দায়িত্ব অর্পিত হবে যার তত্ত্বাবধানে সে বড় হবে তার উপর। পিতা-মাতার অবর্তমানে তিনিই ইয়াতীম শিশুটির শিক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিবেন এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। এভাবে একজন ইয়াতীমকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা একজন 'কাফীল' বা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব। উল্লেখ্য, দেশের সরকারের পক্ষ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার ভিশন গ্রহণ করা হয়েছে। তাই সুশিক্ষা না হ'লেও অশিক্ষা-কুশিক্ষা যাই হোক নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ হয়ত বা হ'তে পারে। কিন্তু মূর্খমুক্ত নয়। আমরা বলি, মানুষকে আদর্শ শিখতে হবে, উসওয়ায়ে হাসানাহ শিখতে হবে। সেখানে অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও অন্ত র্জ্ঞান থাকবে ইনশাআল্লাহ। সরকার যদি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করত তবে সন্ত্রাস দমন, মাদক নিয়ন্ত্রণ, দুর্নীতি দমনের মত প্রকল্পগুলির কোটি কোটি টাকা বেঁচে যেত।

ঈমান ও ছহীহ আক্বীদা শিক্ষা দান : ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম বা দ্বীনে ফিতরাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ

---

১৫৫. বায়হাক্বী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২১৮ সনদ হাসান।

يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّـــرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَـــانِهِ– 'প্রতিটি শিশুই ফিতরাত তথা ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতাসহ জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান বা অগ্নিপূজক বানায়'।[১৫৬]

আলোচ্য হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, ঈমান, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার যোগ্যতা প্রতিটি শিশুর মধ্যেই বিদ্যমান আছে। যদি শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবক এ ব্যাপারে যত্নবান হয় এবং পরিবেশ যদি অনুকূলে থাকে তবে শিশুর মধ্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ঘটে। আর যদি পিতামাতা বা অভিভাবক এ বিষয়ে অবহেলা করে কিংবা পরিবেশ প্রতিকূলে থাকে, তবে শিশুর চরিত্র বিনষ্ট হয়ে যায়। সেকারণ পিতা-মাতা বা অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে সদুপদেশের মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া। তাকে আল্লাহ্র অস্তিত্বের কথা, তাঁর একত্ববাদের কথা, আল্লাহ্র যে আকার আছে, জগত সমূহের পরিচালনায় তিনিই যে একক, তাক্বদীরের উপর পৃথিবীর কোন কিছুর ক্ষমতা নেই এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের একমাত্র মালিক যে তিনি তা তাকে বুঝানো। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান-যমীনের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং এসব কিছুর যে একজন স্রষ্টা আছেন তার কথা সন্ত ানদেরকে বুঝানো। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নবী-রাসূল, ফিরিশতা, মৃত্যু, আখেরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে অবহিত করা ও এসব বিষয়ে ঈমানের জ্ঞান দেওয়া। পাশাপাশি শিরক ও বিদ'আতের ভয়াবহতা তুলে ধরে এসব থেকে বেঁচে থাকার আদেশ করা। যেমনটি লোকমান তাঁর সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ– ... يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ– يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ– وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ

---

১৫৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০।

كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ- وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ-

‘স্মরণ কর, যখন লোকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক কর না। নিশ্চয়ই শিরক মহা অন্যায়’। ‘হে বৎস! যদি তা (পুণ্য ও পাপ) সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা থাকে পাথরের ভিতরে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচে, আল্লাহ তা হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত’। ‘হে পুত্র! ছালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, আর অসৎ কাজের নিষেধ কর এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ কর। এটাই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ’। ‘অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কর না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ উদ্ধত, অহংকারীকে পসন্দ করেন না’। ‘(হে বৎস!) তুমি সংযতভাবে পদক্ষেপ ফেলবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করবে, নিশ্চয়ই গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর’ *(লোক্বমান ৩১/১৩, ১৬-১৯)*।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন নবী করীম (ছাঃ)-এর পিছনে বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি আমাকে বললেন,

يَا غُلاَمُ إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظْ اللهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ-

‘হে বৎস! আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিব। তুমি আল্লাহ্‌র বিধানের হেফাযত কর, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করবেন, আল্লাহ্‌র বিধানের হেফাযত কর, আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে। যখন কিছু চাইবে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে, আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই করবে। জেনে রেখ, সমস্ত জাতি যদি তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত

হয় তাহ'লে এতটুকু উপকারই করতে পারবে, যা আল্লাহ লিখে রেখেছেন। আর যদি তারা তোমার কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় তাহ'লেও ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে, যা আল্লাহ লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং দফতর শুকিয়ে গেছে'।[১৫৭] শৈশবে কোন শিশুকে যদি বুঝিয়ে বুঝিয়ে লোকমানের এই উপদেশ ও ইবনু আব্বাস বর্ণিত এই হাদীছের শিক্ষা প্রদান করা যায়, তবে শিশুর আক্বীদার ছহীহ ভিত্তি গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

লোকমান কর্তৃক স্বীয় সন্তানকে প্রদত্ত ধারাবাহিক উপদেশ এবং আলোচ্য হাদীছে কিশোর ইবনে আব্বাসকে প্রদত্ত মহানবী (ছাঃ)-এর উপদেশ থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয় যে, ঈমান ও ছহীহ আক্বীদা শিক্ষাদানের উপযুক্ত বয়স হচ্ছে শিশু-কিশোর বয়স। সেকারণ দায়িত্বশীল ব্যক্তি এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তার অধীনস্থকে ঈমান ও বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা দিবেন। শিরক বিমুক্ত খালেছ তাওহীদপন্থী ও বিদ'আতমুক্ত প্রকৃত সুন্নাতপন্থী হিসাবে তাদেরকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন। তবেই তিনি নিজেকে একজন সফল ইয়াতীম প্রতিপালনকারী হিসাবে আত্মতৃপ্তি লাভে ধন্য হবেন।

উপযুক্ত বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা করা : ইয়াতীমের দায়িত্বশীলের এটিও অন্যতম দায়িত্ব যে, বিবাহের বয়স হ'লে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা। শারঈ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে তাদের বিবাহের কার্য সুসম্পন্ন করা। কেননা বিবাহ মুসলিম জীবনের একটি অন্যতম আদর্শ অনুসঙ্গ। বিবাহের মাধ্যমে যেমন নিঃসঙ্গতা দূরীভূত হয়, চিন্তা প্রশমিত হয়, ঠিক তেমনি তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা বৃদ্ধি পায়। অশান্ত মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،

১৫৭. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৩০২, সনদ ছহীহ।

'আর মহান আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরক সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পরস্পরে ভালবাসা ও দয়া' *(রূম ৩০/২১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ،

'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সক্ষম তারা যেন বিবাহ করে। কারণ বিবাহ দৃষ্টি অবনত রাখতে ও গুপ্তাঙ্গের হেফাযতে অধিক কার্যকর। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম সে যেন ছিয়াম রাখে। কেননা ছিয়াম যৌনচাহিদাকে অবদমিত রাখে'।[১৫৮]

বাহ্যত ইয়াতীমরা মানুষের কাছে মর্যাদাহীন। তাদের পিতৃহীনতা যেন তাদের অপরাধ। অথচ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন ইয়াতীম। তিনিই ইয়াতীমদের বিশ্বময় নেতা। সুতরাং ইয়াতীম ও অসহায়দের অবজ্ঞা-অবহেলার চোখে দেখা মূর্খতার শামিল। এ অবহেলা কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা অবিশ্বাসী ও মিথ্যারোপকারী। আল্লাহ বলেন,

أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ فَذَلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَـــامِ الْمِسْكِيْنِ-

'তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসে মিথ্যারোপ করে? সে হ'ল ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয় এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না' *(মা'ঊন ১০৭/১-৩)*। সুতরাং ইয়াতীমদের গলাধাক্কা নয়, বরং তাদের যথাযথ প্রতিপালনে এগিয়ে আসতে হবে। যা পবিত্র কুরআনের বহু আয়াত ও

---

১৫৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০।

ছহীহ হাদীছ দ্বারা নির্দেশিত। ইয়াতীম প্রতিপালন জান্নাতী মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয় ইয়াতীম প্রতিপালনের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে হৃদয় কোমল হয়, রহমত ও বরকত নাযিল হয়। শুধু তাই নয়, দুনিয়াতে রিযিক বেশী হোক চাইলে, তাও তো ইয়াতীম প্রতিপালিনেই সম্ভব। সুতরাং এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ ও নেকীর কাজে মুমিন মাত্রেরই এগিয়ে আসা উচিত। যাদের প্রতিপালনে এতসব নেকী ও কল্যাণ অর্জিত হয়, তাদেরকে অবহেলার চোখে দেখা, তুচ্ছ মনে করা কি ঠিক?

মুমিনদের করণীয়

কাউকে অবজ্ঞা না করা :

গরীব ও অসহায় মুসলমানদের অবজ্ঞা-অবহেলা না করতে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 'তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হ'তে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না' *(কাহফ ১৮/২৮)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ- 'আর তাদেরকে বিতাড়িত করবে না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত করে তাঁর সন্তুষ্টি কামনায়। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও তোমার দায়িত্বে নেই এবং তোমার হিসাবও বিন্দুমাত্র তাদের দায়িত্বে নেই যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে। অন্যথা তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/৫২)*।

উক্ত আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হযরত খাব্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, আক্বরা বিন হাবেস আত-তামীমী ও উয়ায়না বিন হিছন আল-ফাজারী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে ছুহায়ব, বিলাল, আম্মার, খাব্বাব (রাঃ) প্রমুখ দরিদ্র অসহায় মুমিনদের সাথে বসা দেখে হেয় জ্ঞান করল। অতঃপর তাঁর নিকটে এসে একাকী বলল, আমরা চাই যে, আপনি আপনার সাথে আমাদের বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন, যাতে আরবরা আমাদের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে। কেননা আপনার নিকটে আরবের প্রতিনিধি দল সমূহ আসে। এই ক্রীতদাসদের সাথে আরবরা আমাদের উপবিষ্ট দেখলে

আমরা লজ্জাবোধ করি। অতএব আমরা যখন আপনার নিকটে আসব তখন আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে উঠিয়ে দিবেন। আর আমরা বিদায় নেওয়ার পর আপনি ইচ্ছা করলে তাদের সাথে বসতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আচ্ছা দেখা যাক। তারা বলল, আপনি আমাদের জন্য একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন। রাবী বলেন, তিনি কাগজ আনালেন এবং আলী (রাঃ)-কে লেখার জন্য ডাকলেন। আমরা এক পাশে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে জিবরীল (আঃ) উপরোক্ত আয়াত নিয়ে অবতরণ করলেন'।[১৫৯]

সা'দ (রাঃ) বলেন, এই আয়াত আমাদের ছয়জন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমি, ইবনে মাসঊদ, ছুহায়ব, আম্মার, মিকদাদ ও বিলাল (রাঃ)। কুরায়শরা রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমরা এসব লোকের সাথে বসতে সম্মত নই। আপনি এদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১৬০]

অতএব কোন অবস্থাতেই গরীব ও দুর্বল ভেবে কাউকে হেয় ও অবজ্ঞা করা যাবে না এবং তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করাও সমীচীন নয়। হ'তে পারে সে সমাজে অবহেলিত কিন্তু আল্লাহ্র কাছে সম্মানিত।

নিম্ন স্তরের মানুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা :

মুমিনদের উচিত নিজ অবস্থানের চেয়ে উচ্চস্তরের কোন ব্যক্তি বা তার সম্পদের দিকে আক্ষেপের দৃষ্টিতে না তাকিয়ে বরং নিম্নস্তরের মানুষের দিকে তাকিয়ে নিজের অবস্থার জন্য মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، 'যখন তোমাদের কেউ এমন ব্যক্তির দিকে দেখে যাকে ধন-সম্পদে, স্বাস্থ্য-সামর্থ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে, তখন সে যেন নিজের চাইতে নিম্ন মানের ব্যক্তির দিকে তাকায়'।[১৬১]

---

১৫৯. ইবনু মাজাহ হা/৪১২৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৯৭।
১৬০. ইবনু মাজাহ হা/৪১২৮।
১৬১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৪২।

ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تُزْدِرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ، 'তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকের দিকে তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকাবে না, যে তোমাদের চাইতে উচ্চ পর্যায়ের। যদি এই নীতি অবলম্বন কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে যে নে'মত দান করেছেন, তাকে তুমি ক্ষুদ্র বা হীন মনে করবে না'।[১৬২]

উল্লেখ্য যে, নিম্ন অবস্থানের দিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখলে নিজের অবস্থার জন্য সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যাবে। আর উপরের দিকে তাকালে নিজের দৈন্যদশার জন্য কেবল আফসোস বাড়বে এবং নিজেকে হতভাগ্য মনে হবে। পরিণামে মনের অজান্তেই আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞ বান্দার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যা মুমিনকে ব্যর্থতার অতলে ডুবিয়ে দিতে পারে।

অল্পে তুষ্ট থাকা :

মুমিনমাত্রেরই করণীয় হচ্ছে অল্পে তুষ্ট থাকা। আল্লাহ প্রদত্ত হালাল রূযী যত অল্পই হৌক না কেন তাতে সন্তোষ প্রকাশ করতঃ শুকরিয়া আদায় করলে দুনিয়ার ধন-সম্পদের মোহ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। অল্পে তুষ্ট থাকা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ هُدِىَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَرُزِقَ الْكَفَافَ وَقَنِعَ بِهِ، 'সফলকাম হয়েছে সেই ব্যক্তি, যাকে ইসলামের দিকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে, প্রয়োজন মাফিক রিযিক দান করা হয়েছে এবং তাতেই সে পরিতুষ্ট থাকে'।[১৬৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِى جَسَدِهِ آمِنًا فِى سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুস্থ দেহে পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়

---

১৬২. মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪২।
১৬৩. ইবনু মাজাহ হা/৪১৩৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫০৬।

Contents

এবং তার নিকটে যদি সারাদিনের খাদ্য থাকে, তাহ'লে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়া একত্রিত করা হ'ল'।[১৬৪] এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) সবসময়ই প্রয়োজন মাফিক রিযিকের প্রার্থনা করতেন এভাবে, اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য কেবল জীবন ধারণোপযোগী রিযিকের ব্যবস্থা কর'।[১৬৫]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ- 'ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোষাকের গোলাম! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহ'লে সে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেওয়া হ'লে অসন্তুষ্ট হয়'।[১৬৬] সুতরাং অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের উপরে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হওয়া :

কোন্ কর্ম দ্বারা আল্লাহ্র ভালাবাসা এবং মানুষের ভালবাসা পাওয়া সম্ভব? জনৈক ব্যক্তির এমন প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ- 'দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকদের ধন-সম্পদের প্রতি অনাসক্ত হয়, তাহ'লে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে'।[১৬৭] কার সুখ বেশী, কার সম্পদ বেশী সেদিকে না তাকিয়ে কার চরিত্র বেশী ভাল, কে মানুষ হিসাবে বেশী ভাল, কার আমল আমার চেয়ে ভাল, আল্লাহ্র বিধানের প্রতি আনুগত্য আমার চেয়ে কার বেশী সেদিকে খেয়াল করতে হবে।

---

১৬৪. ইবনু মাজাহ হা/৪১৪১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩১৮।
১৬৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬৪।
১৬৬. বুখারী, মিশকাত হা/৫১৬১।
১৬৭. মুসলিম হা/১০৭ (১৫৯৯); মিশকাত হা/৫১৮৭; রিয়ায হা/৪৭৬; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহা হা/৯৪৪।

হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা অনুধাবন করা :

মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-কিন্দী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُوْنَ قِيْدَ مِيلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ قَالَ: فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ فَيَكُوْنُوْنَ فِى الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا– 'যখন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন সূর্য এক মাইল বা দু'মাইল মাথার উপরে চলে আসবে। অতঃপর সূর্যতাপে তাদের দেহ গলে যাবে। তাতে পাপের পরিমাণ অনুযায়ী কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো পায়ের টাখনু পর্যন্ত, কারো বুক পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে'।[১৬৮]

আনাস (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সূর্যগ্রহণের সময় দীর্ঘ ছালাত আদায়ের পর ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، 'আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তবে তোমরা কম কম হাসতে এবং বেশী বেশী কাঁদতে'। রাবী বলেন, এ কথা শুনে ছাহাবীগণ নিজেদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের কাছ থেকে কান্নার গুনগুন শব্দ আসতে লাগলো।[১৬৯]

পাঠক! এ কথা তো আমরা অনেক শুনেছি। কই আমরা তো মুখ ঢেকে কাঁদিনি। কান্নার গুনগুন আওয়াযও তো বের হয়নি? কাল ক্বিয়ামতে এই মিসকীন ঈমান নিয়ে আমরা কীরূপে মহান রবের সামনে দাঁড়াব? ঈমানের পেয়ালা তো বড়ই খালি! ঈমানের নিঃস্বতা কেন আমাদের যন্ত্রণা দেয় না? অতএব দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করতে হ'লে হাশরের ভয়াবহতা স্মরণ করতে হবে এবং দুনিয়ার মোহ পরিত্যাগ করে অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে ও আল্লাহ্র উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করতে হবে।

---

১৬৮. মুসলিম হা/২৮৬৪; তিরমিযী হা/২৪২১; মিশকাত হা/৫৫৪০।
১৬৯. বুখারী হ/৪৬২১; মুসলিম হা/৯০১; মিশকাত হা/১৪৮৩, ৫৩৩৯।

পরিশেষে দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, অর্থের লোভ আজ মানুষকে পশুত্বের স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। সম্পদশালীর ঔদ্ধত্য আর সীমাহীন অহংকারে পর্যুদস্ত হচ্ছে ক্ষমতাহীন গরীব ও অসহায় মানুষ। অর্থনৈতিক বৈষম্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে মানবতা। অর্থ-বিত্তের মাঝে হাবুডুবু খাওয়া মানুষগুলো যেন একটিবারের জন্যও চিন্তা করার সময় পায় না আখেরাতের অন্তহীন জীবনের কথা। এলাহী বিধানের নির্দেশ মেনে বের করে না যাকাত ও ওশর। দাঁড়ায় না হতদরিদ্র ইয়াতীম ও অসহায় মানুষের পাশে। বরং সম্পদ বৃদ্ধির পিছনে এরা এতটাই ব্যস্ত যে, এদের জীবনের লক্ষ্যই যেন অর্থোপার্জন। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَىْ غِنَى النَّفْسِ، 'সম্পদের আধিক্য হলেই ধনী হয় না; বরং হৃদয়ের ধনীই প্রকৃত ধনী'।[১৭০]

পক্ষান্তরে গরীব-মিসকীন সমাজে উপেক্ষিত হ'লেও মহান আল্লাহ্র বিধান মেনে যত কষ্টেই সে দিনাতিপাত করুক না কেন বিচার দিবসে সে-ই হবে মহা সম্মানিত। সবার আগেই প্রবেশ করবে অনন্ত সুখের অনিন্দ্য সুন্দর বাগান জান্নাতে। অতএব আমাদের সকলের উচিত রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে যে যতটুকু সম্পদের অধিকারী হয়েছি তাতে তুষ্ট থেকে আখেরাতের অফুরন্ত জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করা। হে আল্লাহ! ইবাদতকে আমাদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে দাও। আর সম্পদকে করো শুধু পার্থিব জীবনে চলার উপকরণ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে বিচার দিবসে তোমার সফলকাম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর-আমীন!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

---

১৭০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৭০।

Contents

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ'আত হ'তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)- শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়'এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (২৫০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো'আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান

Contents

(১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩ শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০=)। ১২. তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ১৭টি।